চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 June, 2020 ■ আগরতলা, ৭ জুন, ২০২০ ইং ■ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

ধস বিধ্বস্ত পাহাড় লাইন

ট্রেন চলাচল অনিশ্চিত, খাদ্য সংকটের আশঙ্কা ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরামে

হাফলং, ৬ জুন (হি.স.)।। লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল এখনও অনিশ্চিত। কবে নাগাদ পাহাড় লাইনে পুনরায় ট্রেন চলাচল সচল হবে এ নিয়ে নিশ্চিত করে এখনও কিছু বলতে পারছেন না উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। এমনই উদ্বেগের কথা শুনালেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ অফিসার নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

শনিবার রেলের জনসংযোগ অফিসার নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়, কবে নাগাদ লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের ব্রডগেজ রেলপথে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে পাহাড় লাইনের ধস বিধ্বস্ত এলাকার যা অবস্থা এতে আগামী এক সপ্তাহ অর্থাৎ ১৫ জুনের আগে রেলপথ সচল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে রেলকর্মীরা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতকে উপেক্ষা করে রেলপথকে সচল করে তুলতে দিন রাত এক করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে চলছেন। তবে ডিমা হাসাও জেলায় নাগাড়ে বৃষ্টির দরুন কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক স্থানে নতুন করে ধস নামছে বলেও জানান নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

এদিকে লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথের মুপা-মাইবাং, ফাইডিং- দাওটুহাজা ও মাইগ্রেনডিসায় ধস নেমে গত ছয়দিন থেকে পাহাড় লাইন বন্ধ হওয়ার জেরে দক্ষিণ অসম সহ ত্রিপুরা, মণিপুরের জিরিবাম ও মিজোরামের ভৈরবীর উদ্দেশ্যে পণ্য সামগ্রী পরিবাহী মালগাড়ি বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েছে। তাই এবার দক্ষিণ অসম সহ ত্রিপুরা মণিপুর ও মিজোরামে যাতে খাদ্য সঙ্কট দেখা না দেয় তার জন্য ওই সব রাজ্যের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সড়ক পথে পণ্য সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল, জানান উত্তরপূর্ব রেলের সিনিয়র জনসংযোগ অফিসার নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

এদিকে, অসম-ত্রিপুরা সংযোগকারী লাইফ লাইন বলে পরিচিত ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের মৈনা থেকে পাথারকান্দির মুণ্ডমালা এবং কানাইবাজার-সোনাতলা পূর্ত সড়কের বেহাল অংশের শীঘ্র মেরামতির দাবিতে পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার অভিযন্তা (জাতীয় সড়ক) ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ত সড়ক)-কে পৃথক পৃথক ভাবে স্মারকপত্র প্রদান করেছে পাথারকান্দি ব্লক কংগ্রেস। পাথারকান্দি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল বাসিতের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, বিস্ফোরক সিপিএম রাজ্য সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। ত্রিপুরা সরকার স্বীকার না করলেও রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আজ শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিস্ফোরক দাবি করেছেন সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মধুপুরে মহিলার করোনা আক্রান্তের ঘটনা গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকেই ইশারা দিচ্ছে। কারণ, ওই মহিলার বহিঃরাজ্য সফর কিংবা করোনা সংক্রমিতের সংস্পর্শে আসার কোনও তথ্য ছিল না। সাথে তিনি যোগ করেন, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেও চার কয়েদির সংক্রমিত হওয়া একই দিকে ইঙ্গিত করছে।

গৌতম দাশের কথায়, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমন-কি যাদের বহিঃরাজ্য সফরের কোনও তথ্য নেই, তাঁরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। তিনি ত্রিপুরা সরকারকে নিশানা করে বলেন, চূড়ান্ত গাফিলতির জন্য রাজ্য সংক্রমণজনিত ঝুঁকির মুখোমুখি হতে চলেছে। সে-ক্ষেত্রে বহিঃ রাজ্য ফেরত ত্রিপুরার সব নাগরিকের নমুনা পরীক্ষার করতে সিপিএম-এর দাবি মানছে না রাজ্য সরকার, ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক বলেন, স্বাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করার পাশাপাশি সকলের ৫০ লক্ষ টাকা বিমা করে দেওয়া উচিত ত্রিপুরা সরকারের।

রাজ্যে আরও ৫৫ জনের দেহে করোনার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। রাজ্যে নতুন করে আরও ৫৫ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। আজ ১১২৫ টি নমুনা পরীক্ষায় ৫৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাদের অধিকাংশের বহির্রাজ্যে ভ্রমণের তথ্য রয়েছে। এবং বাকিরা করোনা আক্রান্তদের সংস্পর্শে ছিলেন। আজ রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিকে, কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৮, ৩২৪ জনের যা উত্তর পূর্বা'ল রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, চুড়াইবাড়ি, চেকপোস্টগুলিতে সারা রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে মোট ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৮৯ জনের টিনিং করা হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় টিনিং হয়েছে পশ্চিম জেলায়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি বলেন, রাজ্যে কোভিড কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা আরও ৮টি বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা আগে ৯টি ছিল। এইগুলি হলো গোমতী জেলার উদয়পুরের পি আর টি আইতে ৫০ শয্যা থেকে বাড়িয়ে ৮০ শয্যা করা হয়েছে। সিপাহীজলার লালসিংমুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শয্যা করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার দেবদারু পি এইচ সি তে ২০ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শয্যা করা হয়েছে। খোয়াই জেলার চাম্পাহাউর পি এইচ সি তে ২০ থেকে ৫০ শয্যা করা হয়েছে। ধলাই'র পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন হোস্টেলে ৫০ শয্যা রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাইভেট টিউশন বন্ধে রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে ত্রিপুরা সরকার কঠোর পদক্ষেপ নেবে। শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এভাবেই সতর্কবার্ত দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোভিড-১৯-এর পারস্পরিক দূরত্ববিধি না মেনে কিছু কিছু শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন করছেন। যা কাম্য নয়। তাঁর সাফ কথা, প্রাইভেট টিউশন করতে হলে চাকরি ছেড়ে দিন। নয়তো, হাতেনাতে ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি খোয়াতে হবে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে পূর্বতন নির্দেশিকা সমূহ উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী এর বাস্তবিক প্রয়োগে রাজ্য সরকারের দৃঢ় মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ১৪ বছরের কম বয়সি এবং নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিদের প্রাইভেট টিউশনে পড়াতে পারবেন না। ত্রিপুরা হাইকোর্ট এমনই রায় দিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বুনিয়াদি শিক্ষা দফতর ৮৪টি গ্র্যাজুয়েট টিচার এবং ৭৫টি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে অফার ছাড়া হয়। এর মধ্যে ৬৯ জন গ্র্যাজুয়েট টিচার এবং ৩৩ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার তাদের অফার দফতরে জমা দিয়েছেন। সবগুলি অফার জমা না পড়ায় যে পদগুলি শূন্য রয়েছে সেগুলি পূরণ করার জন্যও শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.)।। করোনা পরিস্থিতিতে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের নগদ দিয়ে কোনও অর্থ সাহায্য না করায় দেশের অর্থ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে চলেছে। সরকারের এই উদাসীনতাকে নোটবন্দী ২.০ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। শনিবার একটি খবরের লিংক শেয়ার করে রাহুল গান্ধী টুইটারে লেখেন সরকার সাধারণ মানুষ এবং এমএসএমই - কে আর্থিক সাহায্য না করে দেশের অর্থ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। এটি নোট বন্দী ২.০।

করোনা মোকাবিলার জেরে দেশজুড়ে জারি হওয়া লকডাউনের সময় শ্রমজীবী এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে সাধারণ মানুষদের হতে টাকা তুলে দেওয়া

অরুণাচলে চিন সীমান্তে শহিদ রাজ্যের সেনা জওয়ান, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল শেষকৃত্য

শনিবার বিশ্রামগঞ্জে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় শহিদ জওয়ার মরদেহ। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। অরুণাচল প্রদেশের চিন সীমান্তে কর্তব্যরত ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন। তাঁর মাথায় আঘাত লাগায় মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় সেনায় হাবিলদার পদে কর্মরত বিজয় দেববর্মা (৩৪) ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন গুলিরাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যার বিশেষ বিমানে তাঁর মরদেহ আগরতলায় আনা হয়েছে। রাতে লিচুবাগানে অবস্থিত সেনা ছাউনিতে শহিদ বিজয়ের মরদেহ রাখা হয়েছিল। সেখানে গতকালই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আজ শনিবার জাতীয় পতাকায় মোড়া তাঁর কফিনবন্দি মরদেহ বিশ্রামগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছলে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম। বিশ্রামগঞ্জেই আজ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে ত্রিপুরা-সন্তান সেনা জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঘটনায় শোক ব্যক্ত করে তাঁর আত্মীয় পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, ভারতমাতার বীর সন্তান, রাজ্যের গর্ব, বিজয় দেববর্মার মহান আত্মবলিদানকে আমার সহস্র প্রণাম। দেশের সেবা করতে গিয়ে এই জওয়ানের আপসহীন বীরত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শহিদ বিজয় দেববর্মার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

এদিকে শহিদ বিজয় দেববর্মার পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, গত ২২ মে তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় মাথায় আঘাত পান। এর পর তাঁকে অরুণাচল প্রদেশে সেনা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে গুয়াহাটিতে স্থানান্তর করেন চিকিসকরা। গত বুধবার তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ওই সদস্যের কথায়, গুয়াহাটি থেকে বিমানে তাঁর মরদেহ প্রথমে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে শুক্রবার রাতে আগরতলায় আসে। আগরতলা বিমান বন্দর থেকে সেনা জওয়ানরা সতীর্থের কফিনবন্দি দেহ আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে সেলামি দেওয়া হয়। আজ সকালে তাঁর কফিনবন্দি মরদেহ বাড়িতে নিয়ে এসে হয়েছে। জওয়ানের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছনোর পর তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গোটা গ্রামই প্রায় কান্নায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডুকলী ও হেজামারা ব্লকের কিছু এলাকা কন্টেইনমেন্ট জোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধ করতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডুকলী এবং হেজামারা ব্লকের কয়েকটি পঞ্চায়েতের কিছু এলাকা কনটেইনমেন্ট জোর এবং বাফার জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সিআরপিসির ১৪৪ ধারায় ঐসব এলাকা পুরো সূল করার আদেশ জারি করেছেন।

এই আদেশে সদর মহকুমার ডুকলী ব্লকের ফুলতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিনগর উত্তরপাড়া, গাবতলী, রায়েরমুড়া, বড়চাতল এলাকা কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে সম্পূর্ণ সীল করার আদেশ জারি করেছেন এবং কনটেইনমেন্ট জোন থেকে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা বাফার জোন ঘোষণা করেছেন। সদর মহকুমার ডুকলী ব্লকের পান্ডবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিনগর দক্ষিণ পাড়া, নোয়াপাড়া এবং ব্রজেন্দ্রনগর এলাকা কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে পুরো সীল করার আদেশ জারি করেছেন এবং এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা বাফার জোন ঘোষণা করেছেন।

তাছাড়াও জেলাশাসক এই আদেশে মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের চাঁদপুর ভিলেজ কমিটির সুবলগড় পাড়ার দুই নম্বর ওয়ার্ডের নয়টি পাড়া কনটেইনমেন্ট জোন গোষণা করে পুরো সীল করার আদেশ জারী করেছেন জেলাশাসক। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বর্তমান আদেশ বলবৎ থাকবে।

কলকাতা ফেরত যুবককে পুলিশ আবাসনে থাকতে বাধা উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জুন।। কোয়ারেন্টাইনে থাকা এক যুবককে আবাসনে যেতে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনভর চাপা উত্তেজনা ছিল উদয়পুরের ধ্বজনগর পুলিশ লাইনে। কলকাতা থেকে আগত এক যুবককে পুলিশ লাইনের আবাসনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে দিতে বাধা দিলেন আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে, পুলিশ কর্মী মানিক লাল নন্দীর ছেলে অমিত নন্দী উচ্চশিক্ষার জন্য চেন্নাইয়ে থাকে। লকডাউনের আগে সে উদয়পুরের পুলিশ লাইনের আবাসনে এসেছিল। তারপর সে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যায়। কিন্তু, তখন লকডাউন শুরু হওয়ায় আর যেতে পারেনি। কলকাতায় একটি জায়গায় সে ভাড়ায় থাকতে শুরু করে। লকডাউন শিথিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানীয়ার উত্তম দেববর্মা খুনের মামলায় গ্রেপ্তার স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। জিরানিয়া থানা এলাকায় উত্তম দেববর্মার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে নেমে বিশেষ সাফল্য পেল জিরানিয়া থানার পুলিশ। শুক্রবার মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ একটি খুনের মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এরই ভিত্তিতে জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে পুলিশ শনিবার দিন গ্রেপ্তার করে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বীণা রাণী দেববর্মাকে। গ্রেপ্তারের পর তাকে একদফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। শনিবারই ধৃত মহিলাকে রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করে পুলিশ।

সূত্রে জানা যায়, স্বামীর মৃতদেহ উদ্ধারের পরও নির্বিকার ছিল তার স্ত্রী। এমনকি থানায় কোন মামলাও দায়ের করেনি সে। এতে তার দিকেই সন্দেহের তির যায় তদন্তকারীদের। সামাজিক অপরাধের ঘটনা পিছু ছাড়ছে না রাজ্যে। বিশেষ করে নারী ঘটিত অপরাধের ঘটনা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এরমধ্যেও ব্যতিক্রমী কিছু অপরাধের ঘটনা ঘটে চলছে রাজ্যের নানা জায়গায়। এই অবস্থায় এবার স্বামীকে খুনের দায়ে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো স্ত্রীকে। এমনই একটি ব্যতিক্রমী ঘটনার সাক্ষী হলো জিরানিয়া থানাধীন খুমতিয়া এলাকা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার সকালে এই এলাকায় এক অপরিচিত মানুষের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। যথারীতি সেই খবর পেয়ে চম্পকনগর আউটপোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পারে মৃতদেহটি এলাকারই ৪৬ বছরের উত্তম দেববর্মার। তার দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে তদন্ত শেষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় ধলাই ও ঊনকোটি জেলায় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর/ কমলপুর, ৬ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একান্তবাস কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার ধলাই ও ঊনকোটি জেলা সফর করেছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে ঊনকোটি জেলা সফরে আসেন। সকালে মুখ্যমন্ত্রী ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরের আরকে ইনস্টিটিউশনের উপজাতি ছাত্রাবাসের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এখানে ২০ জন একান্তবাসে রয়েছেন। এদের অধিকাংশই চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন। একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের স্বাস্থ্য, খাওয়া-দাওয়া ও পানীয় জলের বিষয়ে কোনও অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছেন কিনা সে সব বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং মত বিনিময় করেন। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাথপুর হাইস্কুলে গোষ্ঠী একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং যাঁরা একান্তবাসে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। এখানে ৭ জন একান্তবাসে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের একান্তবাস কেন্দ্রে কোনও অসুবিধা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ২০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টার

ঊণকোটি জেলা সফরে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

উল্লেখ্য, এখানে ৬ জন একান্তবাসে রয়েছেন। এর পর মুখ্যমন্ত্রী চণ্ডীপুর ব্লকের সমরুরপাড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গ্রামীণ একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। সেখান থেকে তিনি চণ্ডীপুর ব্লকের হালাইছড়া চা বাগানের নিশিরঞ্জন নন্দিতা পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ওই কোভিড কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। ঊনকোটি জেলার একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন সংস্কার করতে গিয়ে দু'জনের মৃত্যু, আহত আরও দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি/আগরতলা, ৬ জুন।। পৃথক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন সংস্কার করতে গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে কাজ করতে গুরুতর আহত হয়ে পরবর্তীতে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন কদমতলা থানাধীন পশ্চিম ইছাই লালছড়া ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অস্থায়ী বিদুৎকর্মী জনৈক মানিক দাস (৪৫)। ঘটনা পশ্চিম ইছাই লালছড়া এলাকায় শনিবার সকাল দশটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যারাতের দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন পশ্চিম ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের টুলগাঁও এলাকায় গতকাল রাতে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের উপর ঝাড় থেকে বেশ কয়েকটি বাঁশ পড়েছিল। তাই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে ধর্মনগর বিদ্যুৎ দফতরের আওতাধীন পশ্চিম ইছাই লালছড়া এলাকার সাব কন্টেকটার সুশীল নাথের নেতৃত্বে অস্থায়ী কর্মীরা বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ের কাজে হাত লাগান।

সকাল আনুমানিক ১০ টা নাগাদ ওই এলাকার বিদ্যুতের লাইন সারাই করে টুলগাঁও এলাকায় লালছড়া-বকবকির প্রধান সড়কের পাশে জনৈক খোকা দাসের ছেলে ধর্মনগর বিদ্যুৎ দফতরের অস্থায়ী কর্মী মানিক দাস একটি মই নিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে চড়ে লাইনে পড়া বাঁশ সরাতে থাকেন। আচমকা বিদ্যুতের খুঁটির উপরে মই থেকে পা পিছলে তিনি নীচে পাকা রাস্তার উপর পড়ে যান। এতে মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন তিনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন প্রেমতলা দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর গাড়ি অকুস্থলে ছুটে গিয়ে গুরুতর আহত মানিক দাসকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালেই আজ সন্ধ্যারাত প্রায় আটটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মানিক।

কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে জানা গেছে, খুঁটির উপর থেকে পিচ রাস্তায় পড়ে মানিকের মাথা ফেটে গিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর শরীরের বুক ও পিঠে গুরুতর চোট লেগেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা কৈলাসহর এসবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। শনিবার দুপুর নাগাদ ঊনকোটি জেলা শহরে এস বি আই . শাখাটি অল্পেতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ব্যাংকের কর্মীরা যখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন হঠাৎ একটি সুইচ বোর্ড থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই ব্যাংকের কর্মী এবং বেসরকারী নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেয়।

ব্যাংকে আগুন নিভানোর জন্য আগে থেকে মজুদ থাকা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস নির্গত করে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করা হয়। তাতেই কাজ হয়। সহজেই আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। ব্যাংকের শাখায় আগুন লাগার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশ এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৩৪ ◘ ৭ জুন ২০২০ ইং ◘ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চাকুরী হারানোর আর্তনাদ

করোনার করাল ছায়ায় গোটা পৃথিবী লন্ডভন্ড। সবচাইতে বিপজ্জনক পরিণতি আসিয়াছে বেকার যুবক যুবতীদের উপর। সারা বিশ্বে এই বেকারদের জীবনে ঘোর দুর্দিন নামিয়া আসায় গভীর শংকা সমাজ জীবনকে গ্রাস করিতেছে। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার কাজ হারাইয়াছে। সংবাদপত্র শিল্প হইতে শুরু করিয়া বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলিতে ধ্বস নামিয়াছে। গণহারে কর্মচারী ছাঁটাই চলিতেছে। ফলে, দেশজুড়িয়া কর্মহীনতার অভিশাপ আরও প্রবল হইয়াছে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লকডাউনের যাঁতাকলে কোম্পানীগুলি প্রায় ঝাপ বন্ধ করিয়াছে। আর এই ঘটনা কর্মচারীদের জীবনকে এক বিভিষিকাময় পরিণতিতে নিয়া গিয়াছে। বর্হিরাজ্যে ও বিদেশে ত্রিপুরার বহু ছেলে মেয়ে চাকুরী হারাইয়াছেন। তাহার প্রতিফলন রাজ্যেও আছড়াইয়া পড়িয়াছে। কর্মহীনতার ছাপ যেসব পরিবারে পড়িয়াছে সেই পরিবারের দুঃখ বাড়িয়াছে কয়েক গুন। বেকারদের সামনে নতুন শংকা ও কর্মহীনতার অভিশাপ নতুন করিয়া ভাবনা আনিয়া দিয়াছে। ত্রিপুরার কৃতি ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই বহিঃরাজ্যে কর্মে নিয়োজিত। মেধাবী ও কৃতি ছাত্রছাত্রীরা বহিঃরাজ্যে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। এইসব কৃতি মেধাবীদের ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ নাই। তাই ঘরের ছেলে আর ঘরমুখো হইতে পারে না। তবে, করোনার কল্যাণে লকডাউনের প্রাবাল্যে নিজের কর্মস্থল হইতে রাজ্যে পাড়ি দিয়াছে অনেকেই। তাহারা বুঝিয়াছে আত্মার টান অস্বীকার করা যাইবে না। এইসব যুবক যুবতীদের অনেকেই এখন চাকুরী হারাইয়া ঘরবৈঠা।

মোটা টাকায় বহিঃরাজ্যে চাকুরী করিয়া অনেক যুবক যুবতী স্বাবলম্বী হইয়াছে। এই ত্রিপুরায় নথিভূক্ত বেকার মাত্র ১ লক্ষ ৯০ হাজার। অংকের হিসাবে রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের তৎপরতা নানা প্রশ্নেরই জবাব দিয়াছে। এই ত্রিপুরায় বেকারদের লক্ষ্য সরকারী চাকুরী পাওয়া। একটি সরকারী চাকুরী পাইলেই যেন আসমানের চাঁদ পাওয়া। বেসরকারী ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। এরাজ্যের বেকাররা সরকারের চাকুরীর দিকেই অতি মাত্রায় নজর। একটি সরকারী চাকুরী পাইলেই যেন জীবন ধন্য হইয়া যায়। তবে, এরাজ্যে বেসরকারী স্তরে চাকুরীর সুযোগ আছে। তাহা খুব সীমিত। তেমন কোনও বড় শিল্প এখানে গড়িয়া না উঠায় এখানে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত। এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াইয়া ত্রিপুরায় প্রায় দুই লক্ষ নথিভূক্ত বেকারের ভাগ্য কোন্ পথে এই প্রশ্ন আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। লকডাউনের কল্যাণে ত্রিপুরাতেও অনেক ক্ষুদ্র কলকারখানায় ঝাপ পড়িয়াছে। অনেক কর্মীর চাকুরীও খতম হইয়াছে। ত্রিপুরার বহু বেকার বহিঃরাজ্যে চাকুরী করিতে গিয়া এখন প্রায় সর্বস্বান্ত। কোম্পানী তাঁহাদের ছাঁটাই করায় এখন তাহারা ঘরবৈঠা। সমাজ ও পরিবারের উপর বাড়তি বোঝা নামিয়া আসিল।

ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র প্রান্তিক রাজ্য। এরাজ্যে সরকারী নথিভূক্ত প্রায় দুই লক্ষ বেকারদের সামনে তো অন্ধকারের হাতছানি। রাজ্য সরকার শুধু নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এখন শুধুই করোনা। করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াই সর্বস্বান্ত অবস্থা। সরকারী ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। ত্রিপুরায় কৃষি, পশুপালন, মৎস চাষের মতো ক্ষেত্রে বেকাররা নিজেদের নিয়োজিত করা উচিত। কারণ সরকারী ক্ষেত্রে সুযোগ যখন শূণ্যের কোটায় তখন বহুমুখী প্রকল্পের পথ খুঁজিয়া নিতে হইবে। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র রাজ্য। লকডাউনের আগ্রাসনের জের আরও অনেক দূর চলিবে। তাহা কাটইয়া উঠিতে অনেক বেশী সময় লাগিবে। লকডাউন শিথিল হইয়াছে। কিন্তু, এই শিথিলতা যেন সর্বনাশের কারণ না হয়। বেকার সমস্যা নিরসনে সাধ্যের মধ্যে যাহা আছে তাহাকেই কাজে লাগাইতে হইবে। চাইলেই আসমানের চাঁদ পাওয়া যাইবে না।

বারাসতে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত মিষ্টির দোকান, হতাহতের খবর নেহ

বারাসত, ৬ জুন (হি.স.): সাতসকালে আগুন-আতঙ্ক উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে। শনিবার ভোরে বারাসতের দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত একটি মিষ্টির দোকানে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই অকুস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। কিন্তু, ততক্ষণে ভস্মীভূত হয়ে যায় দক্ষিণপাড়ার ওই মিষ্টির দোকানটি। দমকল কর্মীদের অনুমান শর্টশার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার ভোরে বারাসতের দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত একটি মিষ্টির দোকানে আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, দমকল কর্মীরা দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

দক্ষিন ২৪ পরগণার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

মথুরাপুর, ৬ জুন (হি. স.) : শুক্রবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এসেছিলেন দক্ষিন ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমা এলাকায়। সেখানে সড়ক ও নদীপথে এলাকা ঘুরে দেখে তারা চলে গিয়েছিলেন। শনিবার সকালে আরও একবার সাত সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসে এই জেলার মথুরাপুর এলাকায়। সেখানে কাতানদিঘি এলাকায় পরিদর্শনে যান তারা। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের সাথে কথাও বলেন তারা। অবশ্য কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিদেরকে পেয়ে এলাকার স্থানীয় বাসীন্দারা ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ আমফানের ফলে এলাকায় প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু তবুও এলাকাবাসী ঝড়ের পর থেকে সেভাবে সরকারি সাহায্য পাননি বলে অভিযোগ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সাধারন একটা ত্রিপল ও সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থদের দেন নি। চাল, ডাল বা শুকনো খাবার ও তারা ঠিকমতো পান নি। আর সেই কারনেই এদিন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন। পাশাপাশি, এদিন ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক সুকান্ত সাহাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। পাশাপাশি মহকুমাশাসক উত্তেজিত জনতাকে আশ্বস্ত করে ঘটনার সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক বাপি হালদার জানায়, এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে ত্রান দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ না পেয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে জানালে অবশ্যই তারা পাশে থাকবেন। তবে এই আশ্বাসেও ভরসা পাচ্ছেন না এই এলাকার মানুষজন। তাদের দাবি এই এলাকার দুর্গত, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াক সরকার।

হাওড়া স্টেশনে বসানো হয়েছে অটোমেটিক থার্মাল স্ক্যানার

কলকাতা, ৬জুন (হি স): হাওড়া স্টেশনে লাগানো হল দুইটি অটোমেটিক থার্মাল স্ক্যানার। স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে দুটি অটোমেটিক থার্মাল স্ক্যানার বসানো হয়েছে। ট্রেন পরিষেবা চালু হয়ে যাওয়ায় এখন হাওড়া স্টেশনে বহু ট্রেন আসছে ও যাচ্ছে। এর ফলে যাত্রীর আনাগোনাও বেড়েছে। সে কারণে প্রত্যেক যাত্রীকে থার্মাল গান দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপা সম্ভব হচ্ছে না। তাই হাওড়া স্টেশন চত্বরে দুটি অটোমেটিক থার্মাল স্ক্যানার বসিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এরফলে যাত্রীর চাপ বাড়লেও থার্মাল স্ক্যানিং করতে সমস্যা হবে না।

বেকার সমস্যা ও ত্রিপুরায় সমাধান কোন্ পথে

হরিগোপাল দেবনাথ

আমাদেরর মূল আলোচ্য বিষয় ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা নিরাসনের উপায় অনুসন্ধান নিয়ে। কিন্তু, এর পূর্বতবর্তী শর্ত হচ্ছে রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করে গড়ে তোলা। রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ নেই বলেই শুধু হোয়াইট কালার জব অর্থাৎ সরকারের প্রশাসনিক গুটি কয়েক দপ্তর দেশিয় সস্তা রাজনীতির ঢেউ জাগিয়ে রেখে বুভুক্ষু ও অসহায় মানুষদের নিয়ে পলিটিক্যাল ফায়দা তোলা যায়, কিন্তু তাতে সত্যিকারের মানুষের তেমনটা উপকার সাধিত হয় না, বরং এতে রাজ্য বা সমাজের যথেষ্ট ক্ষতিরই কারণ ঘটে যায়। তাই আমাদের আলোচনাটি হচ্ছে সঠিক দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি দিশা নিয়ে ও একটি লক্ষ্য নিয়ে।

এর আগের আলোচনাটি সীমিত ছিল রাজ্যের কৃষিকর্ম ও কৃষি ব্যবস্থাপনা নিয়ে। আজকের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে এ রাজ্যের শৈল্পিক সম্ভাবনা ও শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অনুকুল পরিবেশের বিষয়। শুরু থেকেই আলোচনাটি চলছে---দার্শনিক শ্রী পি আর সরকার রচিত প্রতিটি দর্শনের নির্দেশনা মেনে নিয়ে। প্রাউটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছে — কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা পেতে হবে। আর কৃষি সম্পর্কীয় আরেকটিও অতি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের দাবিকে আমরা সর্বদাই গুরুত্ব প্রধান করছি যে, চাষ যোগ্য প্রতি ইঞ্চি জমিতে সেচের সুবন্দোবস্ত চাই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাঁচার প্রাথমিক শর্ত বা প্রয়োজন হচ্ছেঃ খাদ্য পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা, আর মানুষের অস্তিত্বরক্ষার্থে প্রথম প্রয়োজনটাই হল--- খাদ্য। তাই, ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতেই হবে, এটাই আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হওয়া উচিত। আর শুধু তাই নয়। কারণ মানুষকে তার গাত্রাবারণ অবশ্যই রাখতে হয়, তার থাকার একটি আস্তানাও প্রয়োজন। সুতরাং মানুষের জীবনে কৃষির সঙ্গে চাই শিল্পের প্রসার। দ্বিতীয়তঃ কৃষি আর শিল্প গড়া হয়ে গেলে, দু'য়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জীবনে এসে যাবে তার ন্যুনতম দুটো চাহিদা-পূর্ত্তির পূর্ণ গ্যারান্টি। তার পরেও যদি কৃষি শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ রাজ্যবাসীর ভোগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবেচিত হয়ে ওঠে তবেই তা বাইরে রপ্তানীর প্রশ্নটা এসে যাবে, আর ওইটাই সূচনা করবে বাণিজ্যের যার মাধ্যমে অর্থাগম বা বিদেশী মুদ্রার আমদানী পথ সুগম হয়ে উঠলে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দেবে। তাই তো, প্রাউটে বলা হয়েছে যে, নিজস্ব এলাকাবাসীর চাহিদা পূরণ না হলে, এলাকার কোন কাঁচা মাল বাইরে পাঠানো চলবে না বা যে কাঁচা মাল বাইরে পাঠানোর প্রশ্ন এসে যাবে, তা থেকে উৎপন্ন সামগ্রীও বাইরে থেকে আমদানী করে এলাকার অর্থের বহিঃস্রোত ঘটানো চলবে না। অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজন না মিটিয়ে কাঁচা মালের রপ্তানী ও সেই কাঁচামালজাত পণ্যের বাইরে থেকে আমদানী---উভয়ই পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া ও শোষণের উৎকৃষ্ঠ হাতিয়ার বিশেষ ,যেমনটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ব্রিটিশ বেনিয়ারা বাঙলায় তথা ভারতবর্ষে চালাত। এখনও একই কায়দায় দেশীয় পুঁজিপতিরা ও তাই করে চলেছে। প্রাউট এর ঘোর বিরোধী বলেই মেনে নিতে পারছে না যে, ত্রিপুরার বাঁশজাত ধূপকাঠির শলাকা লরী ভর্তি করে ব্যাঙ্গালুরুতে যায়, আবার সেখান থেকে লরী ভর্তি ধূপকাঠি এসে ত্রিপুরা বাজার ছেয়ে থাকুক। কিংবা ত্রিপুরায় উৎপন্ন রবার ও রাজ্যের বাইরে কোথাও যাক আর ত্রিপুরাবাসীর প্রয়োজনে মেটাবার জন্য রবার বাইপ্রোডাক্ট বাইরে থেকে আমদানী করে, অর্থের বহিঃস্রোত ঘটনানো হোক। এর পরিবর্তে ত্রিপুরা উৎপন্ন প্রতিটি কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে এ রাজ্যেরই গড়ে তোলা হোক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা। যেমন---এখানকার আনারস, কলা, কমলালেবু, ধান কার্পাস পাট ইক্ষু, আলু আদা বিভিন্ন ভেষজ আর ওষধি সমূহ, বাঁশ রবার, চা, কফি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইরূপ চিন্তা ও চেতনাকে পাথেয় করে সদ্ভাবনা ও সুস্থ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা অনুসারে কর্মযজ্ঞের আয়োজন গড়ে তুলতে পারলে,ত্রিপুরার দুর্দিন গুছে গিয়ে অচিরেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এতে সন্দেহও হতাশার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আর একারণেই প্রতিটি প্রবক্তা শ্রী পি আর সরকারের একটি গূঢ়ার্থ পূর্ণ মন্তব্য রয়েছেঃ " ত্রিপুরার মানুষ গরিব, কিন্তু ত্রিপুরার মাটি গরবি (অনুর্ধর) নয় যদি ঠিকভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হয় তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।"

তবে, শিল্প স্থাপনের ব্যাপারেও প্রাউটের চিন্তাধারা খানিকটা আলোচিত হবার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিছ। সংক্ষেপে বলছিঃ প্রথমেই বলেনিতে হচ্ছে যে, আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহের মত শিল্প কারখানা শুধু নির্দিষ্ট কোন একটি সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ বিশ্বের কোন জীবকেই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। বিশ্বের তথা কোন রাষ্ট্রেরই হোক, এমনকি রাজ্যের ক্ষেত্রেই হোক, একাংশের শিল্পোনানয়ন অন্য অংশের দারিদ্র্য বা বেকারত্বকে ভালভাবে দৃঢ় করতে পাবে না। তাই শিল্প ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুযায়ী করা উচিত। অর্থাৎ কোন একটি দেশ বা এলাকা যদি অত্যধিক শিল্পোন্নত হয়, তাতে অপরাপর অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন রকম সুবিধা হয় না। একারণেই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তবে মূলশিল্প যেমন কার্পাস থেকে তৈরি সূতো নির্মাণ শিল্প থাকবে কেন্দ্রীকৃত তথা স্থানীয় বা রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন আর তাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে বস্ত্রবয়ন শিল্প-ক্ষুদ্রকারে হলে বৈয়ষ্টিক মালিকানায় ও মাঝারি ধরনের (বড় আকারের) হলে সেটি হবে সামরিক ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত আরও একটি ব্যাপার রয়েছে তা হল শিল্প হবে মোট তিন প্রকারের ---প্রধান দু'প্রকারের, যথা- (ক) কৃষি নির্ভর শিল্প (খ) কৃষি---সবায়কশিল্প। আর তৃতীয় ধরনের শিল্প হবে অ-কৃষি শিল্প অর্থাৎ যানবাহন— বাই সাইকেল, বাইকর বা স্কুটি, গাড়ি, রিকশা, অটে-রিকশা বা ই-রিকশা, গাড়ি, বাইক, সাইকেল ইত্যাদি টায়ার টিউব নির্মাণ বিভিন্ন পার্টস নির্মান, বৈদ্যুতিক পাখা, বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী, বিলাসদ্রব্য আসবাবপত্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য। কৃষি সহায়ক শিল্পগুলো হবে মূলতঃ কৃষি-যন্ত্রপাতি, যেমন-পাম্পসেট, পাওয়ার টিলার, নিড়নী-যন্ত্র, ধান মাড়াই কল, গম-পেষা মেশিন, কোদান, শাবল ও সাধারণত কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রপাতি নির্মাণ সহ কীট নাশক রোগ নিয়ামক ওষুধ পত্র আর রাসায়নিক সার ও উন্নত ধরণের বীজ তৈরি ইত্যাদি, জন্যে।

আর, কৃষি নির্ভর শিল্পগুলো হবে মূলতঃ ই স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আর সেখানকার কৃষি জাত পণ্যের ওপর নির্ভর করে।

এখন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে এই ধরণের শিল্পের বিরাট প্রয়োজন রয়েছে ও ব্যাপক ও বিপুল পরিমাণে সম্ভাবনাও রয়েছে, তার কিঞ্চিৎ বিরবণ তুলে ধরছি ।

এখানে, একেকটি কৃষি জাত দ্রব্যকে নির্ভর করে শিল্প জাত কী কী পণ্য আমরা পেতে পারি, তা আলোচনা আমাবে ঃ-

(ক) ধানঃ— ধান থেকে উৎপন্ন চালের ভাত মানুষের বিশেষ খাদ্য, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বেকার বিভিন্ন অঞ্চল সহ সামগ্র পূর্ব ও দাক্ষিণ ভারতেরও কোন এলাকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান ইত্যাদি অঞ্চলে মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত । তো ভাত চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি, খই— ইত্যাদি ও আমরা পাই ধান থেকেই। ধান বিভিন্ন প্রজাতির তবে ত্রিপুরায় সাধারণত আউস, আমনও বোঝো এই তিন প্রজাতির ধানের চাষ হয়, এছাড়া জুমিয়ারা পাহাড়ের টিলাজমিতে জুমের ধান চাষ করে। ধান সব ঋতুরই ফসল আর এযুগে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস করলে ৯০ গিনেই ফসল ওঠে। সুতরাং ত্রিপুরায় আমরা বছরে ৪ বার ধান চাষ করতে পারি। ত্রিপুরার মাটি অনেকটাই রাঢ়ের মত তদুপরি বৃষ্টিপাত তুলনায় বেশি হয় বলে এখানে ধানের খলন ভাল হয়।

ধান থেকে আমরা শিল্প সামগ্রী কী কী পেতে পারি? আউস ধানের চালের পাউরুটি হতে পারে, তার জন্যে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকেই বেকারী ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা যাবে। আউস ধানের তুষ থেকে তৈরি হবে ভোজ্য তেল আর এই তুষের সঙ্গেই পোড়াচুন বা ঘুটিং দিয়ে তৈরি হবে সিমেন্ট। আমন ধানের তুষ থেকে আরও ভাল রকমের সিমেন্ট হবে। আমনের ময়দা থেকে রুটিও হতে পারে। ধানের খড়গোখদ্য আবার, খড় থেকে এক প্রকার ছাতু ও মানুষের খাদ্য হতে পারে। আউস খড় থেকে উন্নত মানের কাগজ ও নাইলন প্রস্তুত হয়। চালের কুঁড়ো থেকেও বিস্কুট তৈরি হয়। চেন্নাইয়ে এর ফ্যাক্টরী রয়েছে। ত্রিপুরায়ও হতে পারে।

খ) আলু-ঃ ত্রিপুরার মাটি আলুচাষের জন্য খুবই উর্বর। সেই আলু অসম কিংবা বাংলাদেশকে সরবরাহ করেই ত্রিপুরা ধনী হয়ে উঠতে পারে। আলু থেকে নানা প্রকারের মুখ রোচক খাদ্য তৈরি হতে পারে। বাজারে শিশুখাদ্য হিসেবে খুবই জনপ্রিয় আজকাল পটেটো চীপ।

গ) ডালবীজঃ- মুগ, মটর, মসুর , মাষ, কলাই অড়হর ছোলা, বাদাম ইত্যাদির প্রাক্রীয়া করণের মাধ্যমে মানুষের পষ্টিকর, মুখ রোচক নানা রকমের খাদ্য প্রস্তুত সম্ভব। ভ্রমনে বের হলে, এসব কৃষি জাত পণ্যের ছাতু, প্রক্রিয়াকৃত প্যাকেট, ভুজিয়া চানাচুর ইত্যাদি আমরা অনেক দেখতে পাই। ত্রিপুরায় আজকাল কিছু কিছু তৈরি ও হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এর ব্যাপকতা বাড়াতে পারি। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, রাজ্যবাসী দৈনিন্দীন প্রয়োজনের বিভিন্ন ডাল তো আমদানী বহির্বাজ্য থেকেই হয়ে থাকে। তাই পরিকল্পনামত চাষবাস বাড়ালে আমাদের ডোমেস্টিক আয়োজন মিটে যাবে ও অর্থের বহিস্রোত বন্ধ হবে।

(ঘ) তৈলবীজ ঃ- তৈলবীজের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সরষে।ত্রিপুরা সরষের চাষ ভাল হবে---তবে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সরষে তিন প্রকারের সাদা, লাল ও রাই, তিনটেই এ রাজ্যে ফলে। দ্বিতীয় হচ্ছে তিল, এটিও তিন করমের সাদা, কালো ও লাল। তিলের খোসায় সার হয় ও পশুখাদ্য হয়। তিলের খোসার খইল থেকে আটা, আটা থেকে রুটি হবে। বর্ধমানের প্রসিদ্ধ তিলের সন্দেশ , গয়ার তিলকুট বিখ্যাত ত্রিপুরাতেও তিলের তৈল, সন্দেশ, লাড্ডু ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব। সাদা ও লাল তিল থেকে ভোজ্য তেল, নারকেল থেকেও ভোজ্যতেল করা যায়। এছাড়া তিলতেল ও নারকেল তেল চুলে ও শরীরেও মাখা যায়। ভেজ্যোতেল পাওয়া যাবে সূর্যমুখী ফুলচাষ থেকেও।

ঙ) কাজুবাদাম— ত্রিপুরার সমতল ও নিম্ন চিটাল ভূমিতে কাজুবাদাম ভালই ফলে। এটি পুষ্টিকর খাদ্য। তাছাড়া কাজুর ফুল থেকে বাল মধু আবার ফুলকে পঁচিয়ে অ্যালকোহলও তৈরি করা যায়। কাজুর ফুল থেকে অ্যালকোহল নিয়ে তা ওষুধ শিল্পও হতে পারে। কাজুবাদীমের খাদ্যগুণ উল্লেখযোগ্য।

চ) আনাসর ও কমলালেবু ও লেবু---আনারসের জুস, জুস থেকে ঠাণ্ডা পানীয় স্কোয়াস আর জ্যাম ও জেলি করা যেতে পারে। এছাড়া প্রক্রিয়াকরণ করে আনারস তেকেও অন্যান্য খাবার তৈরি করা সম্ভব। আনারসের পাতা তেএক উৎকৃষ্ট রেশম শিল্পগড়ে তোলা সম্ভব। তদ্রূপ কমলালেবু, পাতিলেবু কাগজীলেবু ইত্যাদি থেকেও জুস ও অ্যালকোহল আর অ্যালকোহল থেকে ওষুধ তৈরি হতে পারে।

ছ)কাঁঠাল ফল হিসাবে কাঁঠাল খুবই পুষ্টিকর আর ত্রিপুরার মাটি কাঁঠাল চাষের খুবই উপযোগী। কাঁঠাল চাষে বিশেষ কোন যত্ন বা সার ওষুধ প্রায় কিছুই লাগে না। তাই এই ফলটি খুবই অর্থকরী আর মানুষের পুষ্টি কর খাদ্য। কাঁঠালের মাঝের মোটা অংশটি পুরু খোলা থেকে পুষ্টিকর খাবার ও অ্যালকোহল হবে, যা ওষুধ তৈরিতে কাজে আসে। কাঁঠালের বীজগুলো আলু থেকেও পুষ্টিরখাদ্য। বীজকে শুকিয়ে চূর্ণকরে তা থেকে নুডল বিস্কুট দুধ ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব।

জ) কলাঃ- ফল হিসেবে কলার জুড়ি নেই আর ত্রিপুরার মাটি কলা চাষের উপযোগী। কলাকে শুকিয়ে বিভিন্ন খাদ্যে রূপদেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া কলা পাতাকে কাগজ তৈরি উপাদান ও গাছটির মোড়ককে শুকিয়ে প্রক্রিয়া করেনের মাধ্যমে সাবান বা সোডাজাতীয় ডিটারজেন্ট তৈরি সম্ভব।

ঝ) বাঁশ-ঃ ত্রিপুরার জঙ্গল এক সময়ে বাঁশ ও ছড়ের জন্যে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু রাজ্যের কিংবা কেন্দ্রে নেতৃবৃন্দ তা করেন নি বলেই, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে একাধিক কাগজ নির্মাণ শিল্প গড়ার সুবিধাকে কাজে লাগানো হয় নি। ত্রিপুরার বাঁশ কাজে লাগানোর হচ্ছে ব্যাঙ্গুলুরু ধূপকাটি হিসেবে। পৃথিবীতে বাঁশ উৎপাদনে মিজোরামের পরেই ত্রিপুরার স্থান। তাই আবারও উল্লেখ করছি যে ত্রিপুরায় বাঁশ,ছন, ইক্ষুর ছোবরা, সুগারবিটের ছোবড়া ইত্যাদি কাজেলাগিয়ে কাগজ নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ায় কেন জেল হবে না কোনও গর্ভবতী মহিলার

আর কে সিনহা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত মহিলাকে জেলে পাঠানো কী অপরাধ? গর্ভে সন্তান রয়েছে, শুধুমাত্র এই কারণেই কী হত্যা অথবা অন্য অপরাধ করার পরও কোনও গর্ভবতী মহিলা জেলে যাওয়া থেকে রেহাই পেতে পারে? এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যথাযথও। আসলে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির একটি আদালত রাজধানীতে সাম্প্রদায়িক হিংসা সম্পর্কিত ইউপিএ আইনের অধীনে গ্রেফতার করা জামিয়া সমন্বয় সমিতি (জেসিসি)-র সদস্য সফুরা জরগরের জামিন আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। জামিয়া মিলিয়ে ইসলামিয়ায় এম ফিল-এর ছাত্রী সফুরা চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সফুরার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দিল্লিতে দাঙ্গা-ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন।

এবার প্রকৃত বিষয়ে আসা যাক। সফুরার মুক্তির জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিল সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা। দাবি তোলা হয়, সফুরা যেহেতু অন্তঃসত্ত্বা তাই তাঁর জামিনের আবেদন যেন গৃহীত হয়। সফুরার পক্ষে এই ধরনের দুর্বল যুক্তি প্রদর্শন করছে সেকুলাররা। সফুরার জন্য যাঁরা কাঁদছেন, উদ্বিগ্ন, তাঁরা কখনও কী অন্য মহিলার জন্য এমন উদ্বিগ্ন হয়েছে? সবথেকে লজ্জার বিষয় হল, সফুরার পক্ষ নিয়ে বলা হচ্ছে, কেরলে গর্ভবতী হাতির মৃত্যুতে যখন শোকস্তব্ধ গোটা দেশ, তাহলে সফুরার জন্য কেন নির্বাক? এখন আপনিই বলুন, এই ধরনের বোকা যুক্তি কী বর্তমানে চলে? তবে আমাদের দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে, তাই যা খুশি বলা যেতেই পারে, সরকারেরও নিন্দা করতে পারেন, তাতে কোনও বাধা নেই। সফুরার পক্ষে যাঁরা ওকালতি করছেন, তাঁদের এটাও মনে রাখা উচিত যে, দিল্লির আদালত সফুরার জামিন-আর্জি খারিজ করে জানিয়েছিল, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করেন, তাই ফুলকি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়লে হাওয়াকে দোষ দিতে পারবেন না। অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতি ধর্মেন্দ্র রাণা আরও বলেছিলেন, অভিযুক্ত সফুরা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে হিংসায় জড়িত ছিলেন না, কিন্তু বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের বিধান অনুযায়ী নিজের কৃতকর্ম থেকে পালাতে পারবেন না।

সফুরা জনতাকে ক্ষিপ্ত করার জন্য উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন, ফলস্বরূপ ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গায় অনেকের মৃত্যু হয়েছিল এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এখনও সেই ভয়াবহ স্মৃতি মুছে যায়নি। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। আসলে কেউ যদি একবার ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে এবং তারপর আইনের ফাঁদে পড়ে যায়, তখন দিনের আলোতেও চাঁদ নজরে আসে তাঁর। তারপর ক্ষমা চাইতে থাকে। ততক্ষনে অনেক দেরিও হয়ে যায়। তখন দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিও তাঁকে আইনি প্রক্রিয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না।

গান্ধীর আত্মা দুঃখ পাবে

সফুরার নাম এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গান্ধীজির ভূমিকা ছিল। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাকিম আজমল খান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডা. জাকির হুসেন এবং ইতিহাসবিদ মুশির উল হাসানের নামও যুক্ত। এই জামিয়ায় মুন্সি প্রেমচাঁদ নিজের কালজয়ী গল্প "কফন" লিখেছিলেন ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে দিল্লিতে থেকেছিলেন প্রেমচাঁদ। এখানে তাঁর অতিথিসেবক ছিলেন "রিসালা জামিয়া" পত্রিকার সম্পাদক আকিল সাহেব। তখন আকিল সাহেব এখানে থাকাকালীন প্রেমচাঁদকে গল্প লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই রাতেই "কফন" লিখেছিলেন তিনি। এই জামিয়ার হিন্দি বিভাগের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট হিন্দি পণ্ডিত, যেমন অধ্যাপক আব্দুল বিলমিল্লাহ, অসগর ওয়াজাহত, অশোক চক্রধর প্রমুখ যুক্ত।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হল-এখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার বেরোচ্ছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক মামলায় সঠিক তদন্ত এবং ফরেনসিক প্রমাণের পরই ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করেছে। তাঁদের মধ্যে জামিয়ার পড়ুয়ারাও রয়েছে। দিল্লির পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, "বৈজ্ঞানিক ও ফরেনসিক প্রমাণ বিশ্লেষণের পরই গ্রেফতার করা হয়েছে, এর মধ্যে ভিডিও ফুটেজও রয়েছে।"

সফুরা যদি সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রদর্শন করার সময় জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের নীচে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার কথা আগে একটু ভাবত, যে তাঁর এই মন্তব্যের জন্য জাতির জনকের আত্মাও দুঃখ পাবে, যদি সফুরা ভাবত তাহলে দিল্লিতে এতটা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হত না। মনে রাখার বিষয় হল, দিল্লিতে পূর্ব পরিকল্পনা করেই দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া হয়েছিল, যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দিল্লিতেই ছিলেন। দাঙ্গার ফলে মূল ক্ষতি হয়েছিল এই যে, ট্রাম্পের ভারত সফরের খবরের তুলনায় দাঙ্গার খবর গুরুত্ব পেয়েছিল। দেশকে বদনাম করার জন্যই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এটা তো মানতেই হবে, পরিকল্পনাকারীদের দাঙ্গা করার ইচ্ছা সফল হয়েছিল এবং সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে।

চরিত্র হনন বন্ধ হোক

সফুরার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সত্বেও, একথা অবশ্যই বলতে চাই তাঁর চরিত্রকে দোষ দেওয়ার অধিকার কারও নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতেই অনেকে লিখেছে, বিয়ে না করেই সফুরা কীভাবে অন্তঃসত্ত্বা হল? এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক মন্তব্য। সফুরা বিবাহিত। কোনও মহিলার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য করার অধিকার কারও নেই।

আপনাদের নিশ্চই মনে আছে, দিল্লির মডেল জেসিকা লালকে যখন ১৯৯৯ সালে হত্যা করা হয়েছিল, তখনও নোংরা মানসিকতার মানুষজন তাঁর চরিত্র নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করেছিল। অর্থাৎ হত্যার পর তাঁর চরিত্র হনন করা হয়েছিল। জেসিকা লাল দিল্লির একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। একটি রেস্তোরাঁ পার্ট-টাইম কাজ করতেন তিনি, যাতে ঘরের আর্থিক অবস্থার উনটি হয়। এটাই কী তাঁর অপরাধ ছিল ? আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। সফুরার কাছে এখনও সুযোগ রয়েছে। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত তাঁর। যদি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হয় তাহলে তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। কিন্তু, অভিযোগ প্রমাণিত হলেই আইন যথাযথ সাজা দেবে। মনে রাখার বিষয় হল, ভারতীয় আইন ধর্ম, বর্ণ, প্রান্ত, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে না।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

শনিবার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক কমলাসাগর এলাকা পরিদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে একদিনে করোনায় মারা গেছেন ৩৫ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৬।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৩৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন মোট ৮৪৬ জন।এদিকে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত ৬৩ হাজার ২৬ জন রোগী রয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় ২ হাজার ৬৩৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।গতকালের চেয়ে আজ করোনাভাইরাসের ১৬৩ জন কম আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮২৮ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, নমুনা পরীক্ষায় আজ আক্রান্তের হার ২১ দশমিক ১০ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২০ দশমিক ০৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার ছিল ১৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। মোট আক্রান্তের ৭১ শতাংশ পুরুষ এবং নারী ২৯ শতাংশ।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৩২৫ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন।শনাক্ত বিবেচনায় আজ সুস্থতার হার ২১ দশমিক ১৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আগের দিন সুস্থতার হার ছিল ২১ দশমিক ২০ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সুস্থতার হার ছিল ২১ দশমিক ১৩ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১২ হাজার ৯০৯টি। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ হয়েছিল ১৪ হাজার ৬৪৫টি। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৭৩৬টি নমুনা কম সংগ্রহ হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৫০টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১২ হাজার ৪৮৬টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৪ হাজার ৮৮টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ৬০২টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৮৫১টি।তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারী ৩৫ জনের মধ্যে ২৮ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের ২ জন। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩ জন এবং বরিশাল বিভাগে ২ জন।মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে হাসপাতালে ২৫ জন এবং বাসায় মারা গেছেন ৯ জন। আর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন ১ জন। এ পর্যন্ত যারা মারা গেছেন, তাদের মধ্যে পুরুষ ৭৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ এবং নারী ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ বলে তিনি জানান।অধ্যাপক ড় নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ৩১৪ জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ৭ হাজার ১৬২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৯৮ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৪৫ জন।দেশে মোট আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায়৭ হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৬ হাজার ৩৪টি শয্যা রয়েছে। সারাদেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৩৯৯টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে ১০৬টি। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ১ হাজার ৭৮৯ জনকে। এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে ২ লাখ ৯৯ হাজার ২২২ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৮১১ জন। এ পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৪২ হাজার ৯২৫ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫৬ হাজার ২৯৭ জন। দেশের ৬৪ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ৯ হাজার ১১৪টি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২২ লাখ ১৬ হাজার ৪৭৫টি। বর্তমানে ২ লাখ ৯২ হাজার ৬৬৭টি পিপিই মজুদ রয়েছে।গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৯৭৩টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৯৭ লাখ ৮২ হাজার ৫৬১টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ২৭৯ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৩৮৫ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৮ হাজার ৫০৭ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ২৬৬ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ২২ হাজার ৮৬৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৩২ জন এবং এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৯৪২ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ৫২৬ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫ লাখ ৩৫ হাজারের ৩৫৪। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪ হাজার ২৮৮ জন এবং এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৮৭ হাজার ১৫৫ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমন ঠেকাতে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

হাসপাতাল থেকে করোনা রোগী ফেরত দেয়া মানবতাবিরোধী : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৬।।'করোনার এ সময়ে সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে রোগী ফেরত দেয়া মানবতাবিরোধী আচরণ' উল্লেখ করে এসময়ে যারা চিকিৎসা দিচ্ছেন, তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম ৭ আসনের এমপি ড় হাছান মাহমুদ।

তিনি শনিবার দুপুরে রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে করোনা ইউনিট উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।ভূমিমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম ১৩ আসনের এমপি সাইফুজ্জামান চৌধুরী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম ৯ আসনের এমপি ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আ জ ম নাসির উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন।

ড় হাছান মাহমুদ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ৫০ বেডের কোভিড ইউনিট স্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আজ মা ও শিশু হাসপাতাল যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তা অন্যদের জন্য উদাহরণ তৈরি করেছে।তিনি বলেন আজকের পত্রিকায়ও আমরা দেখছি, হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভর্তি হতে না পেরে স্ত্রীর সামনে অসহায়ভাবে স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। এধরণের মর্মান্তিক ঘটনা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত।'কোনো হাসপাতাল থেকে রুগীকে এভাবে ফেরত দেয়া মানবতাবিরোধী কাজ এবং যেসব হাসপাতাল এটি করছে, তারা চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে' বলে আশা প্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী।

সেইসাথে তিনি জানান, সরকার এগুলো পর্যবেক্ষণ করছে এবং সময়মতো কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে করোনার সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তাদের এসময় কাজে আসতে না চাওয়াটা কোনোভাবে সমীচীন নয়।তিনি বলেন, 'তারা মানুষকে চিকিৎসা ও সেবাদানের জন্যই লেখাপড়া করেছেন। তাদের হাত গুটিয়ে নেয়া যুদ্ধের ময়দান থেকে সৈন্য পলায়নের মতো।' এসময় পুলিশবাহিনীর উদাহরণ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিবার যেখানে এগিয়ে আসেনি, পুলিশ ও প্রশাসন সেখানে সৎকারের ব্যবস্থা করেছে।তথ্যমন্ত্রী এ মহামারি পরিস্থিতিতে গুজব ও আতংক ছড়ানো প্রতিরোধে গণমাধ্যমকর্মীদের অব্যাহত ভূমিকার প্রশংসা করেন ও সবাইকে অহেতুক সমালোচনা পরিহার করে মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। চট্টগ্রামে অন্যান্য হাসপাতালও মা ও শিশু হাসপাতালের মতো দ্রুত এগিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী যেসব ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী এসময় কাজে আসতে অপারগতা জানিয়েছেন তাদের তালিকা তৈরি করতে বলেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, এই ইউনিট চালুর ফলে চট্টগ্রামে করোনা চিকিৎসা একধাপ এগিয়ে গেলো।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবি এম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের করোনা পরিস্থিতির সমন্বয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল পরিচালনা পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম মোর্শেদ হোসেন, পরিষদ সদস্য ও করোনা ইউনিট উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জাবেদ আবছার চৌধুরী এবং ট্রেজারার রেজাউল করিম আজাদও এ সময় বক্তব্য রাখেন।

করোনার জেরে করিমগঞ্জের কানাইবাজার আখড়ায় অনাড়ম্বর রথযাত্রা

পাথারকান্দি (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের আতঙ্কে এবার বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী পাথারকান্দির কানাইবাজারে অবস্থিত কানাইলাল জিউ আখড়ায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পালন করা হচ্ছে না। জানিয়েছেন আশ্রম পরিচালন সমিতি কর্মকর্তারা।

আশ্রম পরিচালন সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় দেবনাথ জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার সমিতির সভাপতি প্রমথেশ দে-র পৌরোহিত্যে আশ্রম প্রাঙ্গণে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গোটা দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক অধিক লোক সমাগমের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি

ছয়ের পাতায়

ঐতিহাসিক ছয়দফা বাঙ্গালীর "স্বাধীনতার সনদ" : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৬।। আমরা ৭ জুন ৬-দফা দিবস হিসেবে পালন করি। ২০২০ সালে বাঙালির জীবনে এক অনন্য বছর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণের জন্য এ বছরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিরাও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ইউনেস্কো এ দিবসটি উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলিও প্রস্তুতি নিয়েছিল। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে।

যখন এমন ব্যাপক আয়োজন চলছে, তখনই বিশ্বব্যাপী এক মহামারি দেখা দিল। করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ নামক এক সংক্রামক ব্যাধি বিশ্ববাসীকে এমনভাবে সংক্রমিত করছে যে, বিশ্বের প্রায়সকল দেশই এর দ্বারা আক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক — সকল কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও এ ভাইরাস থেকে মুক্ত নয়। এমতাবস্থায়, আমরা জনস্বার্থে সকল কার্যক্রম বিশেষ করে যেখানে জনসমাগম হতে পারে, সে ধরনের কর্মসূচি বাতিল করে দিয়ে কেবল রেডিও, টেলিভিশন বা ডিজিটাল মাধ্যমে কর্মসূচি পালন করছি।

১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফা ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, শ্রদ্ধা জানাই আমার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেসাকে। ৭ জুনের কর্মসূচি সফল করতে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্মরণ করি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাৎবরণকারী আমার পরিবারের সদস্যদের। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় ৪-নেতাকে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও নির্যাতিত মা-বোনকে।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে বিরোধীদলের সম্মেলন শুরু হয়। সাবজেক্ট কমিটির এই সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়না। পূর্ব বাংলার ফরিদ আহমদও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকা এ দাবি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলে যে, পাকিস্তানের দুটি অংশ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই ৬-দফা দাবি আনা হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাংবাদিক সম্মেলন করে এর জবাব দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা ফিরে আসেন। বিমান বন্দরেই তিনি সাংবাদিকদের সামনে ৬-দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। ৬-দফা দাবিতে পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশকে স্বায়ত্বশাসন দেয়ার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দল এ দাবি গ্রহণ বা আলোচনা করতেও রাজি হয়নি। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন ঢাকায়।

আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিতে ৬-দফা দাবি পাশ করা হয়। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এ দাবি গ্রহণ করা হয়। ব্যাপকভাবে এ দাবি প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় দলের নেতৃবৃন্দ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান সফর করে জনগণের কাছে এ দাবি তুলে ধরবেন। ৬-দফা দাবির উপর বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি পুস্তিকা দলের সাধারণ সম্পাদকের নামে প্রকাশ করা হয়। লিফলেট, প্যাম্ফলেট, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমেও এ দাবিনামা জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সে যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ অঞ্চলের সুরক্ষার কোন গুরুত্বই ছিল না। ভারতের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল পূর্ব বাংলাকে। ভারত সে সময়যদি পূর্ববঙ্গে ব্যাপক আক্রমণ চালাত, তাহলে ১২শ মাইল দূর থেকে পাকিস্তান কোনভাবেই এ অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারত না। অপরদিকে তখনকার যুদ্ধের চিত্র যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখি পাকিস্তানের লাহোর পর্যন্ত ভারত দখল করে নিত যদি না বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকেরা সাহসের সঙ্গে ভারতের সামরিক আক্রমণের মোকাবেলা করত।

পূর্ব পাকিস্তানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কোন শক্তিশালী ঘাঁটি কখনও গড়েতোলা হয়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনের একটা হেড কোয়ার্টার ছিল খুবই দুর্বল অবস্থায়। আর সামরিক বাহিনীতে বাঙালির অস্তিত্ব ছিল খুবই সীমিত। ১৯৫৬ সালে দৈনিক ডন পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বাঙালিদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছিল।

অর্থাৎ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে সর্বোচ্চ পদে তা-ও লে. কর্নেল পদে মাত্র ২ জন বাঙালি অফিসার ছিলেন। অথচ যুদ্ধের সময়বাঙালি সৈনিকেরাই সবচেয়ে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।ঐ যুদ্ধের পর তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা তাসখন্দ চুক্তি নামে পরিচিত। সেখানেও পূর্ববঙ্গের স্বার্থের বা নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়।

একটু পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখি যে, বাঙালির বিরুদ্ধে সব সময় পাকিস্তানের শাসক চক্র বৈমাত্রীয়সুলভ আচরণ করেছে।প্রথম আঘাত হানে বাংলা ভাষা বা আমাদের মাতৃভাষার উপর। তারা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়ার চক্রান্ত শুরু করে। রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে বাঙালিরা। সে ভাষা আন্দোলন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালে। মূলতঃ তখন থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন-শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

বাঙালিরা সব সময়ই পশ্চিমাদের থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চায়সমৃদ্ধ ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা ছিল এ অঞ্চলের মানুষের। জনসংখ্যার দিক থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি। ৫৬ ভাগ মানুষের বসবাস ছিল পূর্ববঙ্গে।

পূর্ববঙ্গের উপার্জিত অর্থ কেড়ে নিয়ে তারা গড়ে তোলে পশ্চিম পাকিস্তান। বাঙালিদের উপর অত্যাচার করাই ছিল শাসকদের একমাত্র কাজ। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অন্যান্য দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে জয়লাভ করে। মুসলীম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ৯২ক ধারা অর্থাৎ ইমার্জেন্সি জারি করে তারা নির্বাচিত সরকার বাতিল করে দেয়। পূর্ববঙ্গে চালু করে কেন্দ্রীয় শাসন। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যখন ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখনও ষড়যন্ত্র থেমে থাকে না। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে। এভাবেই বার বার আঘাত আসে বাঙালিদের উপর।

আইয়ুব খানের নির্যাতন-নিপীড়নের পটভূমিতে যখন ৬-দফা পেশ করা হয়, অতি দ্রুত এর প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এ এক বিরল ঘটনা। কোন দাবির প্রতি এত দ্রুত জনসমর্থন পাওয়ার ইতিহাস আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সমগ্র পূর্ব বাংলা সফর শুরু করেন। তিনি যে জেলায় জনসভা করতেন সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হত, গ্রেফতার করা হত। জামিন পেয়ে তিনি আবার অন্য জেলায় সভা করতেন। এভাবে পরপর তিনি ৮ বার গ্রেফতার হন মাত্র দুই মাসের মধ্যে। এরপর ১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়ণগঞ্জে জনসভা শেষে ঢাকায় ফিরে আসার পর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ৯ মে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করে। তৎকালীন সরকার একের পর এক মামলা দিতে থাকে।একইসঙ্গে দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা শুরু হয়। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ছাত্রনেতা, শ্রমিক নেতাসহ অগণিত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে মামলা দায়ের করে।

১৯৬৬ সালের ১৩ মে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষে জনসভা করে। জনসভায় জনতা ৬-দফার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। ৩০-এ মে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির (ওয়ার্কিং কমিটি) সভা হয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয় এবং হরতাল সফল করার সর্বাত্মক উদ্যোগগ্রহণ করা হয়। এ সময় আওয়ামী লীগের অনেক সভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত।

৭ জুনের হরতালকে সফল করতে আমার মা বেগম ফজিলাতুননেসা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে তিনি দিক-নির্দেশনা দেন। শ্রমিক নেতা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি সব ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন। পাকিস্তানী শাসকদের দমনপীড়ন-গ্রেফতার সমানতালে বাড়তে থাকে। এর প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। ৬-দফা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ব বাংলার সকল স্তরের মানুষ --- রিক্সাওয়ালা, স্কুটারওয়ালা, কলকারখানার শ্রমিক, বাস-ট্রাক-বেবিটেক্সি চালক, ভ্যান চালক, ক্ষুদে দোকানদার, মুটে-মজুর, দিনমজুর — সকলে এ আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান যে কোন উপায়ে এই আন্দোলন দমন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে।

কিন্তু তাদের শত নির্যাতন উপেক্ষা করে বাংলাদেশের মানুষ ৭ জুনের হরতাল পালন করে ৬-দফার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়ে দেন। পাকিস্তান সরকার উপযুক্ত জবাব পায়। দুঃখের বিষয়হল বিনা উসকানিতে জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়। শ্রমিক নেতা মনু মিয়াসহ ১১ জন নিহত হন। আন্দোলন দমন করতে নির্যাতনের মাত্রা যত বাড়তে থাকে, সাধারণ মানুষ ততবেশি আন্দোলনে সামিল হতে থাকেন।

৭ জুন হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন: "১২ টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে, হরতাল হয়েছে। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছেন। তাঁরা ৬-দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়। বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়, শ্রমিকের ন্যায্য দাবি, কৃষকদের বাঁচার দাবি তাঁরা চায়, এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল" (কারাগারের রোজনামচা পৃ: ৬৯)।

১৯৬৬ সালের ১০ ও ১১ জুন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় হরতাল পালনের মাধ্যমে ৬-দফার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করায় ছাত্র-শ্রমিক ও সাধারণ জনগণকে ধন্যবাদ জানানো হয়। পূর্ববঙ্গের মানুষ যে স্বায়ত্বশাসন চায়, তারই প্রমাণ এই হরতালের সফলতা। এ জন্য সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

১৭, ১৮ ও ১৯-এ জুন নির্যাতন- নিপীড়ন প্রতিরোধ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীর বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন এবং তিন-দিন সকলে কালো ব্যাজ পড়বে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। হরতালে নিহতদের পরিবারগুলোকে আর্থিক সাহায্য এবং আহতদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য একটা তহবিল গঠন এবং মামলা পরিচালনা ও জামিনের জন্য আওয়ামী লীগের আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি আইনগত সহায়তা কমিটি গঠন করা হয়। দলের তহবিল থেকে সব ধরনের খরচ বহন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনের সকল কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করারও নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬-দফা দাবির ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সভা, সমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিল, প্রচারপত্র বিলিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই দাবির প্রতি ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু হয়।

এদিকে সরকারি নির্যাতনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে যত বেশি নির্যাতন আইয়ুব-মোনায়েম গং-রা চালাতে থাকে, জনগণ তত বেশি তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং সকল নিপীড়ন উপেক্ষা করে আরও সংগঠিত হতে থাকেন।

১৯৬৬ সালের ২৩ ও ২৪ জুলাই আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আন্দোলন দ্বিতীয় ধাপে এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ আন্দোলন কেন্দ্র থেকে জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, তীব্রতর হতে থাকে।

সরকারও নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে থাকে। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্তদের একের পর এক গ্রেফতার করতে থাকে। অবশেষে একমাত্র মহিলা সম্পাদিকা অবশিষ্ট ছিলেন। আমার মা সিদ্ধান্ত দিলেন তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হোক। আওয়ামী লীগ সে পদক্ষেপ নেয়।

পাকিস্তান সরকার নতুন চক্রান্ত শুরু করল। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে নিয়ে যায়। অত্যন্ত গোপনে রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনীর দ্বারা এ কাজ করানো হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয়া হয়, যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে অধিক পরিচিতি পায়।এই মামলায় ১-নম্বর আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে আরও ৩৪ জন সামরিক ও অসামরিক অফিসার ও ব্যক্তিকে আসামি করে।

অপরদিকে ৬-দফা দাবি নস্যাৎ করতে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু নেতাদের দিয়ে ৮-দফা নামে আরেকটি দাবি উত্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। তবে এতে তেমন কাজ হয়না। উঁচুস্তরের কিছু নেতা বিভ্রান্ত হলেও ছাত্র-জনতা বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার প্রতিই ঐক্যবদ্ধ থাকেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অর্থাৎ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান মামলার মূল অভিযোগ ছিল যে, আসামিরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তব্য ছিল: আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ, সংখ্যাগুরু। আমরা বিচ্ছিন্ন হব কেন? আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার চাই, স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। যারা সংখ্যালগিষ্ঠ, তারা বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা নয়।

এই মামলা দেয়ার ফলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলার মানুষের মনে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও চেতনা শাণিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয়ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়। ছাত্ররা ৬-দফাসহ ১১-দফা দাবি উত্থাপন করে আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা, মহকুমায়আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই কোর্ট বসিয়ে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু হয়। অপরদিকে জেল, জুলুম, গুলি, ছাত্র হত্যা, শিক্ষক হত্যাসহ নানা নিপীড়ন ও দমন চালাতে থাকে আইয়ুব সরকার।

পাকিস্তানী সরকারের পুলিশী নির্যাতন, নিপীড়ন ও দমনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। তাঁরা রাস্তায় নেমে আসে। সরকারপন্থী সংবাদপত্র থেকে শুরু করে থানা, ব্যাংক, সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরে পর্যন্ত হামলা চালাতে শুরু করে। সমগ্র বাংলাদেশ তখন অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়।

'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করো, জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো, শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' — এ ধরনের শ্লোগানে শ্লোগানে স্কুলের ছাত্ররাও রাস্তায়নেমে আসে। এরই এক পর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দিখানায় হত্যা করা হয়। মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁদের আশঙ্কা হয় এভাবে শেখ মুজিবকেও হত্যা করবে। সাধারণ মানুষ ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। জনতা মামলার বিচারক প্রধান বিচারপতির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান।

প্রচ- গণআন্দোলনের মুখে ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগড়তলা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে একটা সামরিক জিপে করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ধানমন্ডির বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। অন্য বন্দিদেরও মুক্তি দেয়া হয়।

গণআন্দোলনে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে। ক্ষমতা দখল করে সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান। ৬-দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭০ সালের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দেন পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে 'বাংলাদেশ'।

কিন্তু বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় পাকিস্তানী

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কানে যে ৫৬টি সিনেমা নির্বাচিত

ফ্রেঞ্চ রিভেরা এবার নীরব। ভূমধ্যসাগরের সৈকতজুড়ে নেই জৌলুশ। নেই লালগালিচা। করোনা সব এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে দমবার নন সিনেযোদ্ধারা। কান চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে এবারের উৎসবে নির্বাচিত ছবির নাম।

গতকাল বুধবার উৎসব সভাপতি পিয়েরে লেসকিউর ও জেনারেল ডেলিগেট থিয়েরি ফ্রেমোর উপস্থিতিতে ৭৩তম আসরের নির্বাচিত ছবির নাম ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদ সম্মেলন সরাসরি দেখানো হয় কানের ইউটিউব চ্যানেল ও অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।

যেহেতু কান চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে না, তাই সিনেমা হলে মুক্তির বেলায় কিংবা এ বছর অপেক্ষায় থাকা বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেওয়ার সময় নির্বাচিত ছবিগুলোর পোস্টারে ব্যবহার করা যাবে কান উৎসবের এই লোগো।

কানের ছবিগুলো সাধারণত নির্বাচিত হয় কয়েকটি বিভাগকে কেন্দ্র করে। এগুলো হলো মূল প্রতিযোগিতা পাম দ'র, আঁ সার্তে রিগা, আউট অব কম্পিটিশন, মিডনাইট স্ক্রিনিংস ও স্পেশাল স্ক্রিনিংস। কিন্তু এবার কোনো ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে না। তাই কোনো বিভাগের আওতায় করা হয়নি ছবির নির্বাচন। কেবল বিষয়ভিত্তিক তালিকা করে ঘোষণা করা হয়েছে ছবির নাম।

এই আসরে ২ হাজার ৬৭টি ছবি থেকে নির্বাচন করা হয় ৫৬টি ছবি। এর মধ্যে ১৫টি ছবি নির্মাতার প্রথম নির্মাণ, ১৬টি ছবির নির্মাতা নারী। আর কান চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো ছবিগুলোতে সেঁটে যাওয়ায় এই ছবিগুলো ডাক পাবে বিশ্বের নামকরা সব চলচ্চিত্র উৎসবে। লোকার্নো, টরন্টো, স্যান সেবাস্তিয়ান, বুসান, নিউইয়র্ক, রোম, টোকিও, স্যানডান্সসহ নামকরা উৎসবগুলোতে ডাক পাবে এই ছবিগুলো। এ ছাড়া স্যান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়া ছবিগুলো সেবাস্তিয়ানেও সুযোগ পেতে পারে প্রতিযোগিতার জন্য। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার বলা যায়। যদিও উৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এখনো কিছুই নিশ্চিত নয়।

এবার কানে ওয়েস অ্যান্ডারসন, ফ্রাসোঁয়া ওজোঁ, নাওমি কাওয়াসে, পেট ডক্টর ও ফ্রান্সিস লিদের নাম শোনা গেছে। আছেন টিমোথি চ্যালামেট, সার্সে রোনান, ভিগো মর্টেনসেন, টিল্ডা সুইনটন, কেট উইন্সলেটের মতো তারকা। আছে স্টিডিও গিবলির প্রথম সিজি অ্যানিমেশন ফিচার ইয়ারউইগ অ্যান্ড দ্য উইচ এবং জনপ্রিয় সিনেমা ট্রেন টু বুসান এর সিকুয়েল পেনিনসুলা।

বিশ্বাসযোগ্য
(কানে অন্তত একবার নির্বাচিত নির্মাতাদের নতুন ছবি)
দ্য ফ্রেঞ্চ ডিসপাচ, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস অ্যান্ডারসন
ইটি ৮৫, ফ্রান্স, ফ্রাঁসোয়া ওজোঁ
টু মাদারস, জাপানা, নাওমি কাওয়াসে

লাভারস রক, যুক্তরাজ্য, স্টিভ ম্যাককুইন
ম্যানগ্রোভ, যুক্তরাজ্য, স্টিভ ম্যাককুইন
অ্যানাদার রাউন্ড, ডেনমার্ক, টমাস ভিন্টারবার্গ
এডিএন (ডিএনএ), ফ্রান্স/আলজেরিয়া, মাইওয়েন)
লাস্ট ওয়ার্ডস, যুক্তরাষ্ট্র, জনাথন নসিটার
হ্যাভেন টু দ্য ল্যান্ড অব হ্যাপিনেস, দক্ষিণ কোরিয়া, ইম সাং-সু
ফরগোটেন উই উইল বি, স্পেন, ফার্নান্দো ক্রয়েবা
পেনিনসুলা, দক্ষিণ কোরিয়া, ইয়ন সং-ও
ইন দ্য ডাস্ক, লিথুয়ানিয়া, শারুনাস বার্তাস

হোম ফ্রন্ট, বেলজিয়াম, লুকা বেলভ্যু
দ্য রিয়েল থিং, জাপান, কোজি ফুকাদা
কানে প্রথমবার নির্বাচিত নির্মাতাদের ছবি
প্যাশন সিম্পল, লেবানন
আ গুড ম্যান, ফ্রান্স
দ্য থিংস উই সে, দ্য থিংস উই ডু, ফ্রান্স
সোয়াদ, মিসর
লিম্বো, যুক্তরাজ্য
রেড সয়েল, ফ্রান্স
সোয়াট, সুইডেন
টেডি, ফ্রান্স
ফেব্রুয়ারি, বুলগেরিয়া
অ্যামোনাইট, যুক্তরাজ্য

আ নাইট ডক্টর, ফ্রান্স
ওঁফো তেরিবল, জার্মানি
নাদিয়া, বাটারফ্লাই, কানাডা
হিয়ার উই আর, ইসরায়েল
অমনিবাস চলচ্চিত্র
সেপটেট: দ্য স্টোরি অব হংকং, হংকং
প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
ফলিং, যুক্তরাষ্ট্র, ভিগো মর্টেনসেন
প্লেজার, সুইডেন, নিনা থিবার্গ
স্লাওম, ফ্রান্স, শার্লেন ফ্যাবি
মেমোরি হাউস, ব্রাজিল, জোয়াও পাওলো মিরান্ডা মারিয়া
ব্রোকেন কিস, লেবানন, জিমি কিরুজ
ইব্রাহিম, ফ্রান্স, সামির গাসমি
বিগিনিং, জর্জিয়া, ডেয়া কুলুম্বেগাশভিলি
গ্যাগারিন, ফ্রান্স, ফ্যানি লিয়েতা ও জেরেমি ত্রুই
সিক্সটিন স্প্রিংস, ফ্রান্স, সুজাঁ লাঁদু
ভরিয়েন, ফ্রান্স, পিটার দুরুন্তজি
গাঁসো শিফান, ফ্রান্স, নিকোলাস মৌরি
শুড দ্য উইন্ড ফল, আর্মেনিয়া, নোরা মার্টিরসিয়ান
জন অ্যান্ড দ্য হোল, যুক্তরাষ্ট্র, পাসকুয়াল সিস্তো)
স্ট্রাইডিং ইন্টু দ্য উইন্ড, চীন, ওয়েই শুজু
দ্য ডেথ অব সিনেমা অ্যান্ড মাই ফাদার টু, ইসরায়েল, দানি রোজেনবার্গ
৩টি প্রামাণ্যচিত্র
দ্য বিলিয়ন রোড, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, জুদো হামাদি
দ্য ট্রফল হান্টারস, যুক্তরাষ্ট্র, মাইকেল ডোয়েক ও গ্রেগরি কার্শর্তে
নাইন ডেজ অ্যাট রাকা, ফ্রান্স, জাভি দ্যু ল্যাঁজান
৫টি কমেডি ছবি
অতনেঁত দ্য লু ক্যাঁলকস, ফ্রান্স, ক্যারোলিন ভিনাল
লু দু অলফ্রেদ, ফ্রান্স, ব্রুনো পদালাইদেস
দ্য বিগ হিট, ফ্রান্স, ইমানুয়েল কুরকল
দ্য অরিজিন অব দ্য ওয়ার্ল (ফ্রান্স, ল্যাঁরা লাফিতি
দ্য স্পিচ ফ্রান্স, ল্যাঁরা তিরা
৪টি অ্যানিমেটেড ছবি
ইয়ারউইগ অ্যান্ড দ্য উইচ, জাপান, গোরো মিয়াজাকি
ফ্লি, ডেনমার্ক, জোনাস পুয়া রাসমুসেন
জোসেফ, ফ্রান্স, অরেল
সৌল, যুক্তরাষ্ট্র, পিট

মঞ্চ থেকে মুঠোফোনে

কনসার্টে হাজার তরুণের গর্জন শুনে যাঁদের অভ্যাস, ফেসবুকে হাজারো লাইক-কমেন্টসে কি তাঁদের মন ভরে? তবু বদলে যাওয়া এই নতুন স্বাভাবিকতায় নতুন করেই ভাবছেন কেউ কেউ। বাড়িতেও ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন শিরোনামহীন ব্যান্ডের বেজিস্ট জিয়া ও নেমেসিসের ভোকাল জোহাদ। দুজনের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন মো. সাইফুল্লাহ

এই অবেলায় জিয়ার আয়োজন বেজ গিটার কিংবা চেলো হাতে জিয়া যদি ভক্তদের চোখে 'জাদুকর' হন, সঞ্চালক হিসেবে তিনি বিস্ময়কর তো বটেই। বাদ্যযন্ত্রে তাঁর হাত যেভাবে জাদুর মতো খেলা করে, উপস্থাপক হিসেবে 'টিউন' হয়তো এখনো ততটা নিখুঁত হয়নি। তবু শিরোনামহীনের অন্যতম কান্ডারি জিয়ার সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, বেসরকারি টিভি চ্যানেল দীপ্ত টিভির হোম কোয়ারেন্টিনড অনুষ্ঠান সঞ্চালনার কাজটা তিনি বেশ উপভোগ করছেন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার, প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটায় হোম কোয়ারেন্টিনড দেখা যাচ্ছে দীপ্ত টিভির ফেসবুক পেজেও।

এরই মধ্যে অনুষ্ঠানের ৩০টির বেশি পর্ব প্রচারিত হয়েছে। অতিথি হিসেবে শুধু যে গানের মানুষেরা এসেছেন, তা নয়। অভিনয়শিল্পী, চিকিৎসক, শিক্ষক, পর্যটক, নানা পেশার মানুষের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন জিয়া। বলছিলেন, 'অতিথিদের সবাই আমার পূর্বপরিচিত নন। কারও কারও সঙ্গে কথা বলার আগে আমাকে তাঁর সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হচ্ছে।' ঘরে বসে, মুঠোফোনে অনুষ্ঠানটির ভিডিও ধারণ করছেন জিয়া। অতএব, তাঁকে শুধু এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক নয়, চিত্রগ্রাহকও বলা যায়। প্রতিটি পর্বের জন্যই নতুন নতুন পরিকল্পনা করছেন। বেশ একটা রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে সময় কাটছে।

পেছনের ভাবনাটা কী ছিল? জিয়া বললেন, 'আমি তো চিকিৎসক নই, পুলিশ নই। এই দুঃসময়ে চাইলেও সামনের সারিতে থেকে মানুষকে সাহায্য করতে পারব না। আমি একজন এন্টারটেইনার। আমার জায়গা থেকে আমি মানুষকে বিনোদন দিতে চেষ্টা করছি।' নতুন করে যাত্রা শুরুর পর বেশ ব্যস্ত সময় কাটছিল শিরোনামহীনের। হঠাৎ করোনার ধাক্কায় পরিকল্পনা কিছুটা ওলটপালট হয়ে গেছে। জিয়া জানালেন, 'কাশফুলের শহর দেখা' নামে একটি নতুন গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং শুরুও করেছিলেন তাঁরা। যেখানে অভিনয় করেছেন বাপ্পা মজুমদার। সব যেহেতু থমকে আছে, শিরোনামহীনের নতুন গানের জন্য ভক্তদের অপেক্ষা দীর্ঘ হবে আরও।কত দীর্ঘ? সেই প্রশ্নের জবাব শুধু জিয়া নন, কারও কাছেই নেই। আবার কবে কোনো কনসার্টে দেখা হবে, কে জানে। তবে জিয়া আশাবাদী, গান যেভাবে ক্যাসেট থেকে সিডি, সিডি থেকে আইটিউনস কিংবা ইউটিউবের মতো মাধ্যমে পৌঁছেছে, সে রকম নতুন কোনো উপায় নিশ্চয়ই হয়েই যাবে। একদিন নিশ্চয়ই সব ঠিক হবে। পড়ন্ত বিকেলে ক্যাফেটেরিয়ায় উঁকি দিয়ে দেখা হবে 'আবার হাসিমুখ'।

জোহাদের জয়ধ্বনি

নেমেসিস ব্যান্ডের ভোকাল জোহাদের বাড়িতেই আছে একটা ছোটখাটো স্টুডিও। অতএব, কনসার্টে দেখা না হলেও জোহাদ একরকম 'হোম অফিস' করছেন বলা যায়। এই অস্থিরতার মধ্যে শ্রোতাদের একটু ভালো সময় উপহার দিতে 'কোয়ারেন্টিন সেশন' নামে একটি আয়োজন শুরু করেছিল নেমেসিস। ব্যান্ডের সদস্যরা যে যাঁর বাড়িতে বসে গেয়েছেন, বাজিয়েছেন। নতুন করে তুলে ধরেছেন পুরোনো গানগুলো। গত ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন সেশনের পাঁচটি গান তোলা হয়েছে নেমেসিসের ইউটিউব চ্যানেলে। জোহাদ বললেন, 'অনেকে বলছে আপনারা কনসার্টে যে গানগুলো করেন, কোয়ারেন্টিন সেশনে সেগুলোই করছেন। তাই ভাবছি কনসার্টে যে গানগুলো কম গাওয়া হয়, সেগুলো দিয়ে আবার শুরু করব।' অতএব, শিগগিরই শুরু হচ্ছে কোয়ারেন্টিন সেশনের দ্বিতীয় ধাপ, কিংবা একালের ভাষায় বলা যায় দ্বিতীয় সিজন।

নানা কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছেন, অথবা একরকম ব্যস্ত থাকতে চাইছেন জোহাদ। ভক্ত-শ্রোতাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হওয়ার জন্য কিছুদিন আগে একটি ইন্সট্রুমেন্টাল (যন্ত্রসংগীত) ফেসবুকে আপলোড করে আহ্বান জানিয়েছিলেন, চাইলে যে কেউ এই ইনস্ট্রুমেন্টালের সঙ্গে জ্যামিং করতে পারেন। সাড়া দিয়েছেন অনেকে। পয়লা বৈশাখ ও ঈদুল ফিতরে বন্ধু-স্বজনেরা মিলে ঘরে বসে একটা গানের ভিডিও করেছেন। সেটাও ফেসবুকে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। জোহাদ মনে করেন, এটাই তাঁর কাছে ইতিবাচক থাকা এবং অন্যকে ইতিবাচক হতে সাহায্য করার মন্ত্র। কারণ, এখন এমন একটা সময়, যখন আশা হারানো মানে হেরে যাওয়া। তিনি বলছিলেন, 'খেয়াল করে দেখবেন, যেকোনো যুদ্ধ-বিপর্যয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু গান কিংবা শিল্প কখনো বন্ধ হয় না। এটা চলতেই থাকে। কারণ, শিল্পই পরবর্তী সময়ে ওই সময়টা তুলে ধরে।'

এরই মধ্যে নতুন কয়েকটা গান লিখেছেন জোহাদ। গিটার হাতে টুংটাং করতে করতে হয়তো একটা সুরও দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু পুরো কম্পোজিশনটা দাঁড় করাতে হলে ব্যান্ডের সব সদস্যকে এক হতে হবে। তাই লিরিক হাতে নিয়ে জোহাদ আপাতত অপেক্ষায় আছেন, 'কবে এই কথাগুলো গাব সুরে!'

ভরা বৃষ্টিতে 'হঠাৎ বৃষ্টি'র বাসু চ্যাটার্জির শেষকৃত্য

চিত্রনায়ক ফেরদৌসের একটি খুদেবার্তা, 'বাসু চ্যাটার্জি জাস্ট এক্সপায়ার্ড।' কিছুক্ষণ পর ফোন করা হয় দেশের সিনেমার জনপ্রিয় এই চিত্রনায়ককে। কয়েকবার চেষ্টার পর পাওয়া গেল তাঁকে। ফোন ধরতেই ওপাশে কান্নার শব্দ। কথাও ঠিকমতো বলতে পারছেন না। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কাঁদতে কাঁদতে মুঠোফোনে ফেরদৌস জানালেন, সকাল সাড়ে আটটায় মুম্বাইয়ের বাড়িতে মারা গেছেন বাসু চ্যাটার্জি। বাসু চ্যাটার্জি পরিচালিত বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনার ছবি 'হঠাৎ বৃষ্টি' দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিতি পান এই পরিচালক। আর এই ছবিতে অভিনয় করার পর বাংলাদেশ খুঁজে পায় ফোরদৌসের মতো একজন জনপ্রিয় নায়ককে। মৃত্যুর আগপর্যন্ত বাসু চ্যাটার্জি ও তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক ছিল ফেরদৌসের। তিনি বলেন, 'চলচ্চিত্রে আমি আজ যা কিছু, পুরোটাই বাসু চ্যাটর্জির কারণেই। নয়তো আমি অন্য কোনো পেশায় থাকতাম। অন্য কোনো চাকরি করতাম। অভিনয়শিল্পী হয়ে ওঠা কখনোই হতো না। আমার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অবদান এই মানুষটার।' বাসু চ্যাটার্জির মরদেহের শেষকৃত্য আনুষ্ঠানিকতা হবে মুম্বাইয়ের সান্তা ক্রুজের শ্মশানে। বেলা দেড়টায় করার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে সম্ভব হয়নি বলে জানালেন ফেরদৌস। এই চিত্রনায়ক বললেন, 'কী কাকতালীয় ব্যাপার! "হঠাৎ বৃষ্টি" ছবি নিয়ে কথা বলতে যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল। আজকেও শেষকৃত্যের দিনে নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি।' ৯৩ বছর বয়সে মুম্বাইয়ে সান্তা ক্রুজ এলাকার নিজ বাড়িতে মারা গেছেন বাসু চ্যাটার্জি। সেখানকারই শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন ফেরদৌস। প্রথম আলোকে ফেরদৌস বলেন, 'বাসু দা এক বছর ধরেই অসুস্থ। কাউকে চিনতে পারতেন না, কথাও বলতে পারতেন না। ইশরায় কথা বলতেন। বড় মেয়ের চিকিৎসক স্বামীর তত্ত্বাবধানে বাসায় বরেণ্য এই পরিচালকের চিকিৎসাসেবা চলত। করোনার ঠিক আগে তাঁকে শেষ হাসপাতালে থেকে আনা হয়।' ফেরদৌসের সঙ্গে বাসু

চ্যাটার্জির শেষ দেখা হয় ২০১৯ সালের শুরুতে কলকাতায়। ফেরদৌস বললেন, 'পরিচয়ের পর থেকে কলকাতায় যখনই আসতেন, আমাকে খবর দিতেন। আমিও ছুটে যেতাম। শেষবার যখন দেখা করি, তখন তিনি খুব একটা সুস্থ ছিলেন না। আমাকে বলছিলেন, "ফেরদৌস, আর মনে হয় এখানে আসতে পারব না। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে, তোমাকে মুম্বাই আসতে হবে।" সেই যাওয়া আর হলো না। এমন এক সময় মারা গেলেন, শেষ দেখাটাও সম্ভব হচ্ছে না। এই না দেখাটাই আমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে।' বাসু চ্যাটার্জি ৩৫টির মতো হিন্দি ছবি পরিচালনা করেছেন। বাংলা ভাষার ছবি বানিয়েছেন ৫টি, যার মধ্যে ৪টিতে অভিনয় করেছেন ফেরদৌস আর ১টিতে ভারতের প্রসেনজিৎ। ফেরদৌসকে 'বিয়ের ফাঁদে' শিরোনামে আরেকটি ছবির চিত্রনাট্য দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। ছবিটি পরিচালনা করার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শরীর খুব একটা ভালো না থাকায় পরিবার থেকে নিষেধ করা হয় বাসু চ্যাটার্জিকে। তারপরও ফেরদৌসকে বলেছিলেন, 'আমি বসে বসে ডিরেকশন দিতে চাই। তোমাকে নিয়ে ছবিটা বানাতে চাই।' তা আর হলো না। ষাটের দশকের শেষ দিকে বলিউডে 'সারা আকাশ' ছবিটি পরিচালনা দিয়ে বাসু চ্যাটার্জির পরিচালক অধ্যায় শুরু। বলিউডে দাপটের সঙ্গে ছবি পরিচালনা করেছেন যে কজন বাঙালি পরিচালক তাঁর মধ্যে অন্যতম বাসু চ্যাটার্জি। হিন্দির পাশাপাশি বাংলা ভাষার ছবির পরিচালনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় তৈরি তাঁর ছবিগুলো হচ্ছে 'হঠাৎ বৃষ্টি', 'চুপিচুপি', 'টক ঝাল মিষ্টি', 'হঠাৎ সেদিন'। 'সারা আকাশ', 'পিয়া কে ঘর', 'খাট্টা মিঠা', 'চক্রব্যূহ', 'বাতো বাতো মে', 'চামেলি কি শাদি', 'এক রুকা হুয়া ফয়সলা', 'জিনা ইহা', 'আপনে পেয়ারে' ও 'রজনীগন্ধা'র মতো বিখ্যাত সব চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন তিনি। বলিউডের সুপারস্টারদের নিয়ে কাজ করলেও তাঁদের সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখিয়েছেন তিনি। বাসু চ্যাটার্জির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'কিংবদন্তি পরিচালক, তথা চিত্রনাট্যকার বাসু চ্যাটার্জির মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তিনি আমাদের "ছোটি সি বাত", "চিৎচোর", "রজনীগন্ধা", "ব্যোমকেশ বক্সী", "রজনী"র মতো ছবি উপহার দিয়েছেন। পরিবার, বন্ধু, অনুরাগী এবং চলচ্চিত্র জগতের সবার প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা।' পরিচালক মধুর ভন্ডারকর টুইটারে লেখেন, 'প্রবাদপ্রতিম পরিচালকের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সহজ করে ছবির গল্প বলার ক্ষমতা সারা জীবন মনে থেকে যাবে।' পরিচালক অশ্বিনী চৌধুরী লেখেন, 'রেস্ট ইন পিস বাসু দা। পরিবারের প্রতি সমবেদনা।'

শনিবার বিজেপি এসসি মোর্চার উদ্যোগে ঠেলা চালককে সংবর্ধনা করা হয় । ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জ শহরে জবরদখল উচ্ছেদ এবং বন্ধ নালা ভেঙে নাগরিকদের স্বস্তি দিতে জেলাশাসককে স্মারকপত্র মিশনের

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ জবরদখল উচ্ছেদ করে এবং প্রয়োজনে জল নিষ্কাশনের জন্য বন্ধ থাকা নালা ভেঙে শহরবাসীকে জমা জলের দুর্ভোগ থেকে রেহাই দিতে জেলাশাসকের কাছে স্মারকপত্র দিলেন মিশন রঞ্জন দাস। করিমগঞ্জ জেলার অতীত ঐতিহ্যপূর্ণ ছন্তর বাজারের এই দুরবস্থার জন্য বাজারের চারদিকে অবৈধ জবরদখলই দায়ী বলে স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন মিশন দাস।

স্মারকপত্রে মিশন লিখেছেন, এত বড় বাজারের জমা জল নিষ্কাশনের জন্য একটি হিউমপাইপ যথেষ্ট নয়। কৃত্রিম বন্যা থেকে রেহাই পেতে বাজার এলাকার চারদিকে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা ঘরগুলো ভেঙে, হিউমপাইপের বদলে কালভার্ট নির্মাণের দাবি জানান মিশন রঞ্জন দাস। কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়ে ছন্তর বাজারের যে সকল ব্যবসায়ীর লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে, তাঁদেরকে জেলাশাসকের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যেরও দাবি জানান মিশন দাস।

করিমগঞ্জ শহরের জমা জল নিষ্কাশন না হওয়ার জন্য মিশন দাস স্মারকপত্রে পুনরায় একবার মাস্টার ড্রেন প্রকল্পটিকেই দায়ী করেন। মিশন রঞ্জন দাস স্মারকপত্রে উল্লেখ করে বলেন, কংগ্রেস আমলে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা স্ট্রোম ওয়াটার ড্রেনেজ প্রকল্পটি এখন শহরবাসীর গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস আমলের প্রাক্তন পুরপতি দেবর্ষি ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যহীন প্রকল্পটির জন্যই শহরবাসীকে কৃত্রিম বন্যার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। যত শীঘ্র সম্ভব শহরবাসীকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেই এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস শনিবার এ ব্যাপারে জেলাশাসককে স্মারকপত্রটি প্রদান করেছেন।

শহরের যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা অবৈধ জবরদখল উচ্ছেদ করা এবং শহরের জমা জল নিষ্কাশনের জন্য নালা সাফাই করতে কোনও বাধার সামনে যেন জেলা প্রশাসন মাথা নত না করে, এই বিষয়টিও পরিষ্কার ভাষায় স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন মিশন রঞ্জন দাস।

২০07 সালে পূর্ণেন্দু-নিন্দু খুন, গৌহাটি হাইকোর্টে হলফনামা দাখিল ডিমা হাসাও পুলিশের

গুয়াহাটি, ৬ জুন (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং কার্যনির্বাহী সদস্য (ইএম) নিন্দু লাংথাসা খুনের সঙ্গে জড়িত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা। ডিমা হাসাও পুলিশের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র গগৈ এ সংক্রান্ত এক হলফনামা দাখিল করেছে গৌহাটি হাইকোর্টে।

ডিমা হাসাও জেলার এই দুই রাজনৈতিক নেতাকে ২০০৭ সালে জেলার দিহাঙ্গি থানার অন্তর্গত লাংলাই হাসনু গ্রামে গুলি করে খুন করেছিল এক সময় ডিমা হাসাও জেলায় ত্রাস সৃষ্টিকারী ডিএইচডি (জুয়েল) জঙ্গি সংগঠন। গত ৪ জুন পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসাকে খুন করার তেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পর ৫ জুন ওই হত্যা মামলা নিয়ে রাজ্য সরকার তথা অসম পুলিশের পক্ষ থেকে এক হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে, ডিমা হাসাও জেলার এই দুই হাই প্রোফাইল রাজনৈতিক নেতাকে খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সে সময়ের জঙ্গি নেতা দেবোলাল গারলোসা ওরফে ডেনিয়েল ডিমাসা। পুলিশের কাছে এর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে বলে হলফনামায় লেখা হয়েছে।

পার্বত্য পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসা সহ মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসা খুনে জড়িত থাকার সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে বলে গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার মেধির আদালতে হলফনামা পেশ করেছে ডিমা হাসাও পুলিশ। হলফনামায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, দিহাঙ্গি পুলিশের তদন্তে পূর্ণেন্দু-নিন্দু লাংথাসাকে খুন করার অভিযোগে ছয়জনকে অভিযুক্ত করে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২১/১২১এ ধারায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এর পরও পূর্ণেন্দু-নিন্দু খুনের বিচার এগোয়নি। এমন-কি এই মামলার চার্জশিট পর্যন্ত জমা দেয়নি ডিমা হাসাও পুলিশ। যার পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দু লাংথাসার ছেলে ডেনিয়েল লাংথাসা বাবার খুনের সুবিচার চেয়ে এবং ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করে গৌহাটি হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন। এর পর হাইকোর্ট এই দুই রাজনৈতিক নেতার খুনের চার্জশিট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল অসম পুলিশকে।

এদিকে হলফনামায় ডিমা হাসাও পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র গগৈ উল্লেখ করেছেন, ২০১৭ সালেই এই ছয় জনের নামে চার্জশিট দেওয়ার জন্য প্রসিকিউশন অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। ১২১ ধারা, মানে দেশদ্রোহের সমান। তাই এদের বিচারের জন্য রাজ্য গৃহ বিভাগের তরফ থেকে প্রসিকিউশন জরুরি। ডিমা হাসাও পুলিশের পক্ষ থেকে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে গৃহ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রসিকিউশন অনুমোদন পেলেই এই ছয় জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা যাবে। আগামী ৯ জুন গৌহাটি হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা মাধ্যমিকে প্রথম স্থানীধিকারী ধৃতিরাজের

দরং (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ধৃতিরাজ বাস্তব কলিতা ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। এই বাসনা নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করার ইচ্ছা তার। আজ সকাল নয়টায় এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলাফলে মোট ৬০০-এর মধ্যে ৫৯৫ নম্বর পেয়েছে ধৃতিরাজ। তার কৃতিত্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ফোন করে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন তাঁর।

দরঙের বানেকুচি গ্রামের নবকুমার কলিতা এবং তুলুমণি কলিতার সন্তান ধৃতিরাজ। আজ সকালে প্রকাশিত পরীক্ষার ফলাফলে নিজের নাম তালিকার শীর্ষে দেখে মোটেও উচ্ছ্বসিত হয়নি ধৃতিরাজ বাস্তব। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, মাধ্যমিকে ভালো ফল করাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। কত সময় পড়েছি তার হিসাব রাখিনি। কেননা সময়কে গুরুত্বই দেইনি আমি। পড়ার বই হাতে নিয়ে তার মধ্যে ডুবে যেতাম। অন্য এক জিজ্ঞাসায় ধৃতিরাজ জানায়, উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্সে ভরতি হতে চায়। কেননা ভবিষ্যতে মেডিক্যাল লাইনে যাওয়ার ইচ্ছা।

দরঙের বড়মপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ধৃতিরাজের মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল পদুমপুখুরি হাইস্কুলে। বিষয়গুলিতে তার প্রাপ্ত নম্বর এ রকম ইংরেজিতে ৯৯, সাধারণ গণিতে ১০০, সাধারণ বিজ্ঞানে ১০০, সমাজ বিজ্ঞানে ৯৮ এবং অ্যাডভান্স গণিতে ১০০ নম্বর এবং অসমিয়ায় ৯৮। ছেলের সাফল্যে গর্বিত তার মা বাবা, আত্মীয় পরিজন তথা শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

ইতিবাচক ভাবনা বজায় রাখা প্রয়োজন : রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি জনসচেতনতা একান্ত ভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

শনিবার বিবৃতি দিয়ে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, করোনা নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে জন সংবাদের আয়োজন করেছে বিজেপি। এতে অংশগ্রহণ করতে পাটনা আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রস্তুতি জোরদার চলছে। এমন সময় থালা বাসন বাজানোর কর্মসূচি নিয়েছে আরজেডি। ইতিবাচক রাজনীতিতে এমন ধরনের বিলাপ করার কোনও স্থান নেই। নেতিবাচক কথা বললে তার মধ্যেই ডুবে থাকা হবে। এর থেকে উত্তরণ আর হবে না। ফলে নেতিবাচক কাজকর্ম হবে। কিন্তু বিহারের মানুষ সবকিছু বোঝে। একবার এদের জালে ফেঁসে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার এদের জালে আর পা যাবে না।গোটা দেশের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যেতে চায় বিহার।নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে আর পিছনে ফিরে তাকাতে চায় না সে।

করোনা নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে হুঁশিয়ারি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.): করোনা মারণ দৌরাত্ম্যে জেরবার দিল্লি। অভিযোগ উঠেছে যে বেসরকারি হাসপাতালগুলো করোনা রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই সকল হাসপাতালগুলির প্রতি কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য অন্তত কুড়ি শতাংশ শয্যা বরাদ্দ যদি কোনও বেসরকারি হাসপাতাল না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেজরিওয়াল।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, আজ থেকে কোনও করোনা রোগীকে বেসরকারী হাসপাতাল ফিরিয়ে দিতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট ওই রোগীর চিকিৎসা করতেই হবে হাসপাতালকে। কয়েকটি হাসপাতাল শয্যার কালোবাজারি করছে।এই কালোবাজারি রুখতে অ্যাপ এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালগুলির তথ্য অ্যাপে আপডেটেড হয়ে চলেছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও হাসপাতালগুলি রোগীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শুক্রবার দিল্লি ৩৩ টি বেসরকারি হাসপাতালের মালিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এদিন বাকি হাসপাতালগুলোর মালিকের সাথে আলোচনায় বসা হবে। রাজ্য সরকারের একজন করে স্বাস্থ্য আধিকারিক বেসরকারি হাসপাতালে রিসেপশনে বসবে।সেই সরকারকে তথ্য দেবে যে কতগুলো শয্যা হাসপাতালে রয়েছে ফলে হাসপাতালগুলি রোগীদের ফেরাতে পারবে না।দিল্লিতে কয়েকটি হাসপাতাল যে খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং তারা যে আইনকে তোয়াক্কা করছে না সেই দিকে ইঙ্গিত করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দিল্লিতে কয়েকটি হাসপাতাল খুবই শক্তিশালী এবং তাঁরা বলে চলেছে যে তারা কোনো রকমের করোনা রোগীকে ভর্তি নেবে না। এমন হলে সংশ্লিষ্ট সেই হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এদিন থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হলো।চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। টাকা কামানোর জন্য নয়।

দিল্লিতে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৪২ টি পরীক্ষাগার রয়েছে। তার মধ্যে ৩৬ টি ভালো কাজ করছে। কিন্তু ছটি একেবারেই খারাপ।এই ছটি পরীক্ষাগার কে হুঁশিয়ারি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বরাক উপত্যকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২২৩

শিলচর (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় নতুন করে আরও ৮ জনের দেহে করোনা সংক্রমিত হয়েছে খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জনই হাইলাকান্দি জেলার, ২ জন কাছাড়ের এবং ১ জন করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কাছাড় জেলার দুজনের মধ্যে একজন আক্রান্ত শাহরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ (১৮)। সে সম্প্রতি বিমানে শিলচর এসেছে। অপরজন গাইজাংলিয়াম গাংমেই (২৬)।

হাইলাকান্দি জেলার ৫ আক্রান্তরা হলেন ফয়জল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ (২৫), সমীর সিনহা (৪৭), জয়নাল হুসেন শেখ (৩৩), মঙ্গলিরানি দাস (৫৩) এবং জিন্টু দাস (৩০)। করিমগঞ্জ জেলার সংক্রমিত ব্যক্তিকে মুসাদ আহমেদ (২০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

এদিকে শুক্রবার রাতে উপত্যকায় ২০ জনের পজিটিভ রেজাল্ট আসার কথা জানা গেছে। তার পর আজ সকালের আরও চারজনকে নিয়ে এদিন সর্বমোট ২৪ জনের রেজাল্ট এসেছে পজিটিভ।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কাছাড় জেলার ৭ আক্রান্তরা হলেন গোপালগঞ্জের রোকসানা বেগম মজুমদার (৪০), গোপালগঞ্জের নিসাত আফরিন লস্কর (২৩), মালুগ্রামের সত্যব্রত ভট্টাচার্য (২২), জিরিঘাটের জি আচাম রংমাই (২৮) , সোনাবাড়িঘাটের রুকখানম লস্কর (৬২), উত্তর কৃষ্ণপুরের আখতার হুসেন লস্কর (২০) এবং সোহেল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ (২৪)।

করিমগঞ্জ জেলার আক্রান্ত সাত জন হলেন নুর উদ্দিন (৩৬), উত্তর গোপালপুর খাসিয়াপুঞ্জির কার্লসে খোংলা (২২), টিলাবাজারের সুজিত রায় (১৯), পয়লামুলির কাওসার আলি (২২), উত্তর জন্দরখাইর জয়নুল হক (২৬), মেদলিছড়ার নকুল রিয়াং (২৭) এবং লক্ষীরবন্দ এলাকার খালেদ আহমেদ (২৫)।

হাইলাকান্দি জেলার আক্রান্ত ছয়জন হলেন বোয়ালিপার প্রথম খণ্ডের হাফিজুর রহমান বড়ভুইয়াঁ (২৫), আলগাপুরের আশুক উদ্দিন লস্কর (২৬) ও জাকারিয়া হুসেন লস্কর (৩০), আব্দুল্লাপুর প্রথম খণ্ডের এম শুক্লবৈদ্য (৩১), উজানকুপার গোলাপ হুসেন (২১) রাঙামাটি প্রথম খণ্ডের সাঈদ আহমেদ (২৫)।

বরাক উপত্যকায় সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা ২২৩। এর মধ্যে সেরে উঠেছেন ৬৬ জন, মারা গেছেন একজন, সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৬৮ জন।

কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে পথ অবরোধ গাজোলে

গাজোল, ৬ জুন (হি. স.) : কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে এবং সকলের লালা পরীক্ষার দাবিতে শনিবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এই বিক্ষোভ হয়েছে মালদার গাজোলের শিউচাঁদ পরমেশ্বরী বিদ্যামন্দিরের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে।

এদিন বিকেলে রিলিফ সেন্টার থেকে বের হয়ে এসে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। অবরোধের জেরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে অনুযায়ী শ্রমিকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে কিছুক্ষণ পর অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। গাজোল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল কুন্ডু বলেন, রিলিফ সেন্টার চালানোর জন্য সরকার এক পয়সাও দিচ্ছে না। আমরা পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। শ্রমিক পিছু প্রতিদিনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭২ টাকা। প্রতিদিন প্রায় ৯০ জন শ্রমিকের জন্য রান্না করা হয়। প্রতিদিন তো রান্না এক রকম হওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রতিদিন যে বাসি-পচা

ছয়ের পাতায়

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় বরাক উপত্যকায় এসেছে অষ্টম ও দশম স্থান কাছাড়ে পাশের হার ৫০.৭১ শতাংশ

শিলচর (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : ২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় বরাক উপত্যকায় এসেছে অষ্টম এবং দশম স্থান। দুই ছাত্রীর মধ্য অষ্টম স্থান অধিকার করেছে শিলচর হলিক্রস স্কুলের অনিশা রায় এবং দশম স্থান পেয়েছে পারসা তানিম বড়ভুইয়াঁ। সে শিলচর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রী। দুজনেরই স্বপ্ন তাঁরা চিকিৎসক হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের এই স্বপ্ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে।

অষ্টম স্থান দখলকারী শিলচর হলিক্রসের ছাত্রী অনিশা রায় ৬০০-এর মধ্যে ৫৮৬ পেয়ে অষ্ম স্থান দখল করেছে। সে সাধারণ বিজ্ঞানে ১০০, ইংরেজিতে ৯৭, সাধারণ গণিতে ৯৯, সমাজ বিজ্ঞানে ৯৭, ঐচ্ছিক গণিতে ৯৯ এবং হিন্দিতে পেয়েছে ৯৬। শিলচর পাবলিক স্কুল রোডের বাসিন্দা সে।

অন্যদিকে দশম স্থানাধিকারী শিলচর কলেজিয়েট স্কুলের পার্সা তাসনিম বড়ভুইয়াঁ বিজ্ঞানে ১০০, ঐচ্ছিক গণিতে ১০০, ইংরেজিতে ৯৫, সাধারণ গণিতে ৯৮, সমাজ বিজ্ঞানে ৯৯ এবং বাংলায় ৯ পেয়ে সর্বমোট ৫৮৪ নম্বর পেয়েছে। সে শিলচর হিতেশ বিশ্বাস সরণির বাসিন্দা।

অনিশা রায় বলেছে, পরীক্ষার আগের শেষ ৩ মাস সে দৈনিক ১০ ঘণ্টা পড়েছে। সবাই যখন শুয়ে পড়তেন তখন সে পড়াশোনা করত। সে ডাক্তার হতে চায়। তাদের বিশাল পরিবারে একজনও ডাক্তার নেই। তাই ছোট থাকতেই তার এই স্টেথোস্কোপের প্রতি ছিল ভালোবাসা।

আর বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন চিকিৎসকের গুরুত্ব কতটুকু তা সকলেই জানেন। একইভাবে পার্সা তাসনিম বড়ভুইয়াঁরও ছোটবেলার স্বপ্ন, একজন চিকিৎসক হবে। বোর্ড পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ নিজে। পরিশ্রমের ফল সে পেয়েছে, বলেছে তাসনিম।

তারা দুজনেই ফেসবুক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে না বলে জানিয়েছে। তাদের সাফল্যের পেছনে পরিবারের সদস্য এবং শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা স্বীকার করতে ভুলেনি কেউ।

এদিকে মাধ্যমিকে কাছাড় জেলায় এবার উত্তীর্ণের হার মাত্র ৫০.৭১ শতাংশ। এবার জেলায় ২০,২০৫ জন পরীক্ষার্থী ছিল। যার মধ্যে ১০,২৪৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

আগে নিজে বাঁচুন, তারপর মোদীকে হঠাবেন, মমতাকে ব্যঙ্গ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ৬ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন "এই করোনা পরিস্থিতিতে একটি দল, (মানে বিজেপিকে ইঙ্গিত করছেন), আমাকে হঠাতে চায়। আমি কি কখনও বলেছি মোদীকে দিল্লি থেকে হঠাও?"

এই মন্তব্য করে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা শনিবার বলেন, "কতবার তো আপনি মোদীকে সরানোর চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। এখন মোদীকে হঠাতে গিয়ে নিজেরই রাজ্য থেকে হঠে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আগে নিজের হঠা নিজে বাঁচান! তার পর মোদীজীকে হঠাবেন।

রাহুলবাবু বলেন, "আগে নিজে বাঁচুন। তারপর মোদীকে হঠানোর চেষ্টা করবেন। আজ পরিস্থিতি এ রকম তৈরি হয়েছে। করোনা-নিয়ন্ত্রণে এ রাজ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রেশন ব্যবস্থায় চরম দুর্নীতি। আমপান তুফান-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য ব্যর্থ। তার মধ্যে পাকা বাড়ি বা দালানের ক্ষতিপূরণ পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু মাটির বাড়ি, বেড়ার বাড়ি, কাঁচা বাড়ির সাধারণ মানুষরা এই ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। অর্থাৎ, এখনই ত্রাণের অর্থ আপনার লোকেরা খেতে শুরু করে দিয়েছে। আর বড় বড় কথা বলছেন।

রালুল সিনহা বলেন, "বিজেপি বলছে না আপনাদের বাংলা থেকে সরাতে ঢ়বে। বাংলার মানুষ বলছে, বাংলার যারা পরিযায়ী শ্রমিক তারা আর তাদের পরিবারের লোকেরা বলছে, আর নয় তৃণমূল সরকার, আর নয় মমতা। এবার মোদীজীর সরকার চাই। এটা বাংলার মানুষের বক্তব্য। এটা কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। সেই কারণে সময় আসতে দিন। মানুষের বক্তব্যের কী ওজন, সময়কালে বুঝতে পারবেন।"

প্রথম মেয়াদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সমাপ্ত, করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের ১২ জনের দল গেল হোম কোয়ারেন্টাইনে

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেলে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় নিয়ে গঠিত ১২ জনের দল প্রথম সাতদিনের স্বাস্থ্য পরিষেবা সমাপ্ত করেছে। এই দলরে প্রত্যেককে সাতদিনের জন্য হোম কোয়ারন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা সাতদিনের জন্য শহরের হোটেল চন্দনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বলে জানা গেছে।

হাসপাতাল থেকে কোয়ারন্টাইনে যাওয়ার সময় হাসপাতাল পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, জেলাশাসক আনবামুথান এমপি, হাসপাতাল পরিচালন সমিতির সদস্য সুদীপ চক্রবর্তী, জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অনুপ কুমার দৈত্যারি, হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অরুণাভ চৌধুরী, ডিপিএম হানিফ মহম্মদ সহ অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স এবং উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকগণ করতালি দিয়ে তাঁদেরকে সম্মান জানান। উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে জেলাশাসক বলেন, করিমগঞ্জের কোভিড-১৯ হাসপাতালে চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীই প্রণম্য। খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে হাসপাতালটিকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হওয়ার জন্য অনেক ত্রুটি ছিল। কিন্তু চিকিৎসক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা কোনও অভিযোগ না করে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না থাকা সত্ত্বেও, অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে হাসপাতালে কোভিড-১৯-এর মতো মারণ ভাইরাসের চিকিৎসা করে ডাক্তার সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী এক নজির স্থাপন করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কৃষ্ণেন্দু পাল। করিমগঞ্জ জেলাকে করোনামুক্ত রাখতে চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যে কর্মীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন হাসপাতাল পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

অল্পের জন্য শীর্ষ মেধা তালিকা থেকে ছিটকে গেল হাফলঙের দুই কৃতী ছাত্রী

হাফলং (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় অল্পের জন্য শীর্ষ মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে পারেনি হাফলং সেইন্ট এগনেস কনভেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী সুচিস্মিতা চক্রবর্তী ও সৃষ্টি দে। সুচিস্মিতার প্রাপ্ত নম্বর ৫৭৯। শতাংশের হার ৯৬.৫। অন্যদিকে সৃষ্টি দে-র প্রাপ্ত নম্বর ৫৭৫। শতাংশের হার তারও ৯৬ শতাংশ। মাত্র ৫ এবং ৯ নম্বরের জন্য মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে পারেনি এই দুই মেধাবী ছাত্রী।

তবে সৃষ্টি দে গণিত ও ঐচ্ছিক গণিতে সর্বোচ্চ ১০০ মধ্যে ১০০ পেয়েছে। তাছাড়া সুচিস্মিতা চক্রবর্তী হিন্দিতে সর্বোচ্চ ৫০-এর মধ্যে ৫০ পেয়েছে। ডিমা হাসাও জেলার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখল করেন সুচিস্মিতা ও সৃষ্টি।

এদিকে রাজ্যে যেখানে পাশের হার ৬৪.৮০ শতাংশ, সেখানে ডিমা হাসাও জেলায় পাশের হার ৬৬.৪৫ শতাংশ। ডিমা হাসাও জেলায় মোট ২,৭০৯ জন ছাত্রছাত্রী এবার মাধ্যমিকে অবতীর্ণ হওয়ার বিপরীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ হাজার ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪২৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭৬০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৬১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া হাফলং সেইন্ট এগনেস কনভেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পাশের হার ১০০ শতাংশ।

হাফলং সেইন্ট এগনেস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে এবার মাধ্যমিকে অবতীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা ১১৬ জন এরমধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৯১ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে ২৫ জন এরমধ্যে ডিস্টিংশন এসেছে ৮ পেয়েছেন ৮ জন স্টারমার্ক পেয়েছেন ২৫ জন। তাছাড়া হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এবার মাধ্যমিকে অবতীর্ণ হয়েছিল ১০১ জন ছাত্র। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৪ জন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে যথাক্রমে ২৫ এবং ২ জন। ডিস্টিংশন পেয়েছে ৯ জন ও স্টারমার্ক এসেছে ১০ টি।

ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮৪

হাফলং (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪। গত ২৪ ঘণ্টায় ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে আরও ২৭ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা টুইট করে জানিয়েছিলেন, রাজ্যে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৯০ জন রোগীর মধ্যে ডিমা হাসাও জেলার ১৫ জন রয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ফের টুইট করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে নতুন করে যে ৭৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এঁদের মধ্যে ১২ জন হচ্ছেন ডিমা হাসাও জেলার বাসিন্দা।

তবে গত ২৪ ঘণ্টায় ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এই ২৭ জনই হচ্ছেন বহিঃরাজ্য থেকে আগত। এদের সবাইকে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৪ জনের মধ্যে সাত জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি চলে গেছেন। বর্তমানে ৭৬ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে এবং ১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের কাছে আমফানকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার দাবি কংগ্রেসের

কলকাতা, ৬ জুন (হি. স.) : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র এই বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার দাবি করেন। শনিবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করেন।

কংগ্রেসের এই দাবি মানলে সরকারের পাশাপাশি দেশ বিদেশের ইচ্ছুক ব্যক্তি অথবা সংগঠন দুর্গতদের সাহায্য করতে পারবেন। প্রতিনিধি দলে সভাপতি সোমেন মিত্র ,বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান , সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য , বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা এবং কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী ছিলেন। তাঁরা একটি স্মারকলিপি দেন।

বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান তাঁর সুন্দরবন এবং হাওড়া জেলার প্রত্যন্ত শ্যামপুর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। তিনি বলেন দুর্গত মানুষদের ব্যাংক একাউন্টে অবিলম্বে টাকা পাঠাতে হবে। প্রদীপ ভট্টাচার্য সংসদে গৃহ মন্ত্রকের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান থাকার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি বলেন প্রথমেই মানুষের মনে আস্থা ফেরাতে হবে। দুর্গতদের বাঁচাতে হবে। সুখবিলাস বর্মা বলেন আমফানে পান চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাঁদের বাঁচাতে সরকার অনুদান দিক। অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন একটা ত্রিপলের জন্য মহিলারা ৫- ১০ কিলোমিটার হেঁটে ব্লক অফিসে আসছেন, সেখানে এসেও খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন। এই ঘটনা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারেরই লজ্জার।

কংগ্রেস নেতারা বলেন রাজ্যের হাতে বেশি টাকা দিতে হবে ঠিকই, তবে সঠিক মানুষের কাছে যাতে সাহায্য পৌঁছয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। দলবাজি বন্ধ করতে সবার জন্য সমান ত্রাণের নীতি গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

প্রশাসনের সাহায্যে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসা হবে পড়ুয়াদের খাতা, সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

কলকাতা, ৬জুন (হি স): মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত আগামী সোমবার থেকে খুলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তবে পড়াশোনার কাজ এখন স্থগিত থাকবে। চলবে শুধু প্রশাসনিক কাজ। এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত পড়ুয়ারা দূর-দূরান্তে থাকে তাদের কাছে প্রশাসনিক সহায়তায় গাড়ি পাঠিয়ে প্রোজেক্টের খাতা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকে তাদের হাজির থাকতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

করোনা আবহে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলে কিভাবে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হবে, কিভাবে এই সময়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বৈঠক ডাকে। বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক আধিকারিক এর সঙ্গে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। তিনি জানিয়েছেন, এই করোনা আবহে পরীক্ষা নেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার বিষয়টি বেশিদিন ফেলে রাখা যাবে না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে পড়ুয়াদের খাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হবে। সেক্ষেত্রে খাতা জীবাণুমুক্ত করে তারপরে পরীক্ষককে পাঠানো হবে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে অনলাইনে কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে উপাচার্য জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পড়ুয়া রয়েছে যারা বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন। সেখানে অন্যান্য সময় নেটওয়ার্ক থাকে না আর এই সুপার সাইক্লোন এরপর এখন আরও নেটওয়ার্কের সমস্যা বেড়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পড়ুয়াই রয়েছে যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে তাদের কোনও রকম কম্পিউটার বা স্মার্টফোন নেই। সে ক্ষেত্রে অনলাইনে পরীক্ষা নিলে তারা যোগদান করতে পারবে না। পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয় দৃষ্টিহীন সহ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন অনেক পড়ুয়া রয়েছে। তারা অন্য রাইটারের সাহায্যে পরীক্ষা দেয়। তাই এসব বিষয় মাথায় রেখে পড়ুয়াদের মূল্যায়নের খাতা গাড়ি পাঠিয়ে সংগ্রহ করবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে ক্যুরিয়ার সার্ভিসের সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয় ভাবছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চ্যাঞ্চল্য

বসিরহাট, ৬ জুন(হি.স.) : শুক্রবার রাতে বসিরহাটের একটি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় অনুপ বিশ্বাস (৫৮) নামে এক ব্যবসায়ীর। ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বসিরহাট মায়ের বাজারের ব্যবসায়ীরা। বসিরহাট থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শনিবার মায়ের বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন ব্যবসায়ীরা।

বসিরহাট মায়ের বাজারের চাল ব্যবসায়ী অনুপ বিশ্বাস এর মৃত্যু হয় শুক্রবার রাতে। বসিরহাট বদরতলা নার্সিংহোম এ মৃত্যু হয় তার। ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে। জানা যায় বাজারের সমস্যা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোলে আক্রান্ত হন ওই ব্যবসায়ী মায়ের বাজারের বাজার কমিটির সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস। হাতে চোট নিয়ে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল বসিরহাট জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন বদরতলা নার্সিংহোমে। রাত দশটা নাগাদ ওই নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তার। অপারেশনের মুহূর্তে তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে রাতেই মৃতদেহটি নার্সিংহোম থেকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শনিবার মায়ের বাজার বন্ধ রাখা হয়।

রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের জানাল বিজেপি

কলকাতা, ৬ জুন (হি. স.) : আমফানের ত্রাণে অর্থবরাদ্দে রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না। শনিবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের লিখিতভাবে এ কথা জানাল বিজেপি। দলের তরফে কেন্দ্রের উদ্দেশে পাঁচ দফা স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

যা বিপর্যয় হয়েছে, তাতে পুনর্গঠনে অনেক অর্থ লাগবে। এ কথা স্বীকার করে আগত দলনেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অনুজ শর্মাকে উদ্দেশ করা চিঠিতে লেখা হয়েছে, ১) কোন খাতে, কত বরাদ্দ হচ্ছে তার বিস্তারিত খতিয়ান যেন রাখা হয়। ২) দালালের মাধ্যম এড়াতে সরাসরি ভোক্তাদের হাতে যেন টাকা পৌঁছোয়। ত্রাণ সহায়তা বা রেশনও যেন সোজা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। ৩) যে সব সহয়তা আসছে, সেগুলোর বন্টন খতিয়ে দেখতে আগামী কয়েক মাস ভালভাবে নজরদারি রাখতে হবে। ৪) নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে অন্তত ছ'মালসের জন্য নজরদার নিয়োগ করা দরকার। সেই সঙ্গে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রূপায়ণও প্রয়োজন। ৫) এই কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আপনার সাফল্য একদিকে অজস্র অসহায় মানুষকে উপকৃত করবে, অন্যদিকে রাজ্যের সহায়ক হবে।

বিজেপি-র প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য কমিটির সভাপতি দিলীপ ঘোষ, তিন নেতা প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়প্রকাশ মজুমদার। উল্লেখ্য, শুক্রবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা দু'টি ভাগে দুই ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ও সন্দেশখালির ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথাও বলেন। নবান্ন সূত্রে খবর, সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে বসতবাড়ির, সংখ্যাটা ২১ লাখ। বিদ্যুতের যা ক্ষতি হয়েছে, তাতে এখনই তিন হাজার কোটি টাকা লাগবে।

নির্দেশিকা নিয়ে জট, প্রশ্নের মুখে টলিপাড়ার শুটিং

কলকাতা, ৬ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবারই জট কেটেছিল টলিগঞ্জ স্টুডিওপাড়ার। ঘোষণা হয়েছিল ১০ জুন থেকে শুরু হবে সিরিয়ালের শুটিং। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই আবারও সৃষ্টি হল নয়া সমস্যা।

প্রায় আড়াই মাসের অচলাবস্থা কাটিয়ে ছন্দে আগামী ১০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বাংলা সিরিয়াল এবং ওয়েব সিরিজের শুটিং। কিভাবে সুরক্ষাবিধি মেনে শুটিং শুরু হবে, সেই নিয়েই একটি নির্দেশিকা জারি হওয়ার কথা ছিল। তবে বৃহস্পতিবার সবপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কিছু ডুজ এবং ডু নটস-এর কথা জানিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল এর চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হবে।

শনিবার সকালেই আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে জানানো হয় যে, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করতে পারছে না। এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত রয়েছে টলিপাড়ার অভিনেতা থেকে শুরু করে কলাকুশলীরা। এ দিন আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে দু-চারটে বিষয় নিয়ে জটিলতা না কাটায় আমরা এই মুহূর্তে এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) প্রকাশ করতে পারছি না। আশা করি শীঘ্রই আলোচনার মাধ্যমে সবকিছু নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আমরা তৎক্ষনাৎ তা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। শুধু একটাই অনুরোধ যতক্ষণ না ফোরাম এসওপি প্রকাশ করছে, ততক্ষণ কারোর কথায় বিভ্রান্ত হবেন না এবং অপরকে বিভ্রান্ত করবে না। সাবধানে থাকুন।

ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না, হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ৬ জুন (হি. স.): ত্রাণ নিয়ে কোনও রকম দুর্নীতির অভিযোগ বরদাস্ত করা হবে না। দলীয় বিধায়কদের সাথে বৈঠকে এইভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি জানান, যে নেতার নামে অভিযোগ আসবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ দল থেকে বের করে দেওয়া হবে।

রেশন ও ত্রাণ নিয়ে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানেও গিয়েছে। এরপরেই দলীয় বিধায়ক দের নিয়ে বৈঠকের ডাক দেন তিনি। সেখানে স্পষ্ট জানান, 'কারোর জন্য দলের বদনাম হতে দেবো না'। ক্ষতিগ্রস্তরা যেন ত্রাণ পুনর্বাসন পায় সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে বলে বারবার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও জানান, কোনও ভাবেই যেন বিরোধী দলের সমর্থক বলে কেউ ত্রাণ পাবেননা এমনটা না হয়। দলীয় নেতাদের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'যা বলছি বারবার কান খুলে শুনে নিন।

শেষকৃত্য

● প্রথম পাতার পর

ভেঙে পড়ে। এলাকাবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমিয়েছেন। বাড়ির পাশেই শহিদ বিজয় দেববর্মার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

সামরিক জান্তা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের মানুষ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী সামরিক জান্তা গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ৯ মাসের যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি চূড়ান্ত বিজয়অর্জন করে। বাঙালিরা একটি জাতি হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা পায়, পায় জাতিরাষ্ট্র — স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বুধজং নগর থানার কইতোরাই এলাকায় শনিবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অপর দু''জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মৃতের নাম কিশোর মল্লিক। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহতরা হলো রাজু মিয়া এবং নুর ইসলাম। আহত দুজনকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকাল নাগাদ একটি গাছ কাটার সময় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সঙ্গে গাছের ডাল স্পর্শ হওয়ায় এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা পুলিশ সহ সার্ভিসের কর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং অপর আহত দুই যুবককে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অসাবধানতার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

গ্রেপ্তার স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায়। পাশাপাশি ঘটনাস্থলের আশপাশের লোকজনদের এই ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ।

এদিকে সকালে ঘটনা হলেও রাত পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা না হওয়ায় সন্দেহ বাড়ে পুলিশের। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে উত্তম দেববর্মার অস্বাভাবিক মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করতে নিজেই ময়দানে নামেন জিরানিয়ার তরুণ এসডিপিও সুমন মজুমদার। উত্তমের মৃত্যুতে নেওয়া হয় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের মামলা। যার নম্বর ২৬/২০২০। তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহের তির প্রথমেই যায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রী বীণা রাণী দেববর্মার দিকেই। যথারীতি এবিষয়ে কিছু তথ্য প্রমাণ হাতে আসতেই পুলিশ দেরী না করে শনিবার সকালেই বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে মৃতের স্ত্রী বীণা রাণীকে। গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত মহিলাকে থানায় আনার পর কয়েক দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালান তদন্তকারী অফিসার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা। পাশাপাশি রিমান্ড চেয়ে এদিনই ধৃত বীণা রাণীকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। রিমান্ডে এনে তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ চালালে খুনের রহস্য জানা যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জিরানিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

রাজ্যে আরও

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও নতুন করে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটস্থিত পি আর টি আই এবং উত্তর জেলার পানিসাগরের স্পোর্টস স্কুলে যথাক্রমে ৮০ এবং ১০০ শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি ঊনকোটি জেলায় নিশির'ন মেমোরিয়াল পি এইচ সি কে কোভিড কেয়ার সেন্টার করা হয়েছে। আগামীদিনে এই কোভিড সেন্টারগুলিতে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের ভর্তি করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি গেইট দিয়ে ৪৩৭ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ১৫৮ জন ট্রাক ড্রাইভার, ১৬ জন অন্য রোগে আক্রান্ত রোগী এবং ২৬৩ জন ভিন রাজ্যে আটকে থাকা সাধারন নাগরিক।

মিজোরামে

● প্রথম পাতার পর

দল পাথারকান্দির সার্কল অফিসারের মাধ্যমে এই স্মারকপত্র প্রদান করেছে। প্রদত্ত স্মারকপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে আছে। বিষয়টি নিয়ে শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকায় সমস্যা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে মৈনা থেকে পাথারকান্দির মুগুমালা অংশের অবস্থা বেহাল রূপ নেওয়ায় নিত্য যাত্রী সহ পথিকদের চরম লাঞ্ছনার শসিকার হতে হচ্ছে। স্থানে স্থানে পুকুরসম বড় বড় গর্তে প্রতিনিয়ত গাড়ি ফেঁসে তীব্র যানজটেরও সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি ছোট যাত্রীবাহী যানবাহনগুলোকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে সড়ক পারাপার করতে হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

লকডাউনজনিত পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শিক্ষা দফতর বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আজ থেকে স্থানীয় ক্যাবল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনলাইনে লাইভ ক্লাস শুরু হয়েছে। এই অনলাইন ক্লাস সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য শিক্ষামন্ত্রী আজ এসসিইআরটি কার্যালয় পরিদর্শন করেন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সংক্রমিত বেড়ে ৯৩,৯৮৩

আটের পাতার পর

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৬১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৬৫৯, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৫৪১, বালোচিস্তানে ৫৪, ইসলামাবাদে ৪৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ১৩ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ৮ জন মারা গিয়েছেন।

সংখ্যা বেড়ে ১৩

আটের পাতার পর

ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবলসহ মোট আট জনকে কোয়ারেন্টাইন বা একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ওই কনস্টেবলের শরীরে করোনা মেলে। ২ জুন পর্যন্ত সে কার্যালয়ে এসেছিল।বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই কনস্টেবল। চতুর্থ তলা সিল করে দেওয়া হয়েছে। চলছে শোধনের কাজ।

সিল হেডকোয়ার্টার

আটের পাতার পর

পাঁচজনের মধ্যে একজন আবার স্পেশাল ডিরেক্টর র্যাংক অফিসার ও একটি দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী অফিসার। প্রত্যেককে চিকিৎসার জন্য আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। প্রায় ঘন্টার জন্য সিল করা হয়েছে ইডি হেডকোয়ার্টার। সম্ভবত সোমবার থেকে পুনরায় কাজ শুরু হবে।

অবরোধ গাজোলে

পাচের পাতার পর

খাবার দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। তবে আমরা অন্যান্যদের কাছেও আবেদন জানিয়েছি পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার দেওয়ার জন্য।

আখড়ায় অনাড়ম্বর রথযাত্রা

তিনের পাতার পর

করার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সঞ্জয় দেবনাথ। এতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

সঞ্জয় বলেন, বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে সঠিক তিথি দেখে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ রথে উঠিয়ে ঘরোয়াভাবে যথারীতি মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে রথযাত্রার নিয়ম রক্ষা করা হবে।

এদিকে এবার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রথযাত্রার উৎসব পালিত না হওয়ার খবরে হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। কারণ প্রতি বছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে যেখানে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম ঘটে, এবার তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এলাকার ভক্তকুলের মধ্যে নিরানন্দের ছাপ পড়েছে।

গন্ডাছড়ায় সিপিএমের উদ্যোগে খাদ্য সমগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৬ জুন।। সিপিএমের গন্ডাছড়া অঞ্চল এবং রামনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শনিবার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। এদিন প্রথমে পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ে একশ জন এবং পরে রামনগর দলীয় কার্যালয়ে পঞ্চাশ জন দুস্থ পরিবারের মধ্যে চাল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা, সন্তোষ চাকমা, জেলা কমিটির সদস্য সুশান্ত হাজারি, পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, জিএমপির মহকুমা সম্পাদক সুমতি রঞ্জন চাকমা, যুব নেতৃত্ব শৈলেশ দাস প্রমুখ। রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা বলেন লক ডাউনের সময় মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। পাহাড়ে কাজ এবং খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। এমত অবস্থায় মানুষের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে গরীব মানুষের মুখে সাধ্যমত খাদ্য সামগ্রী তুলে দিতে দল চেষ্টা করছে বলে তিনি জানান। এদিনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দুস্থ পরিবার গুলোর মধ্যে দারুন সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

উদয়পুর-অমরপুর সড়কের বিভিন্ন এলাকা বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পরিনত উদয়পুর-অমরপুর সড়কে কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েত এর ৫ নং ওয়ার্ড স্থিত বনদোয়ার ড্রপগেইট থেকে ব্রম্মছড়া যাওয়ার রাস্তাটি। সামান্য বৃষ্টিতে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে এই রাস্তাটি। দীর্ঘদিন যাবত রাস্তাটির সংস্কারের দাবী জানালেও কোনও হেলদোল নেই দপ্তরের। যার ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় এলাকাবাসীরা। এই রাস্তাটি ব্রম্মছড়া গাথালং প্রভৃতি এলাকায় মানুষ চলাচল করে। এই রাস্তা দিয়ে পাঁচ থেকে সাত হাজার লোক চলাচল করে অভিমত ব্যক্ত করেন স্থানীয় এক লোক। তাই এ সড়কটি দ্রুত সংস্কারের দাবী জানান এলাকাবাসীরা। এখন দেখার কবে নাগাদ রাস্তাটির সংস্কারে উদ্যোগ নেয় দপ্তর।

সাংবাদিক ও অসাংবাদিকদের মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুন।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক ও অসাংবাদিকদের মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে সুরক্ষা সামগ্র মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তারা প্রায় শতাধিক সাংবাদিক ও অসাংবাদিকদের হাতে মাস্ক ও সেনিটাইজার তুলে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস, বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক সুধাংশু দাস, বিধায়ক মবস্বর আলি, কৈলাসহর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শরদিন্দ রিয়াং প্রমুখ। ঊনকোটি জেলা পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী দেব জেলাশাসককে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের উপর সমগ্র জেলায় প্রচার অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন।

এদিন দুপুরে তিনি কমলপুরে যান। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণ সঠিকভাবে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন কিনা এবং কোনও সমস্যা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে মহকুমার দুটি পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে দুর্গাচৌমুহনি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েত ও পরে সালেমা ব্লকের অন্তর্গত বড়লুতমা পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন। পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েতে তিনি ব্লক পর্যায়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির বিষয়ে খোঁজখবর নেন। লকডাউন চলাকালীন সময়ে এমজিএনরেগায় কতটি শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে সে সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েত পর্যায়ের কোভিড-১৯ মনিটরিং কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনায় তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। দুই আশাকর্মীর সাথে আলোচনায় তাঁরা কীভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কাজ করছেন সে বিষয়েও অবহিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তিনি যে সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় সেগুলির বাস্তবায়নে দ্রুততার সাথে কাজ করতে ব্লক আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সালেমা ব্লকের অন্তর্গত বড়লুতমা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আলোচনা চলাকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব উজ্জ্বলা যোজনা, অটল জলধারা, কৃষি সম্মাননিধি, সৌভাগ্য যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এখানে তিনি দুই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন এবং সরকার নির্দেশিত সমস্ত সুবিধা এবং প্রচারমূলক কাজকর্মগুলি মূলস্তরে পৌঁছাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অবগত হন। মহকুমার এই দুই পঞ্চায়েত পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, বিধায়ক আশিস দাস, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, জেলাশাসক ড় ব্রাহ্মিত কউর, মহকুমাশাসক সুশান্ত কুমার সরকার।

এদিকে জেলা সফরে এসে আজ বিকেলে তিনি আমবাসা মহকুমার অন্তর্গত বাঘমারা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে যান। বাঘমারা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে ৬ জন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ জন এসেছেন হায়দরাবাদ থেকে। বাকি ৫ জন এসেছেন চেন্নাই থেকে। চেন্নাই থেকে আগত ৫ জনের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন এবং বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকা অবস্থায় কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, চেন্নাই এবং হায়দরাবাদে কী কাজ করতেন প্রভৃতি বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী এঁদের সাথে কথা বলেন। শিশুখাদ্য রয়েছে কিনা তারও খবর নেন তিনি। এখানে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন ক্রীড়া ও খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুচিত্রা দেববর্মা, জেলা পরিষদের সদস্য মৃদুল দত্ত, ধলাইয়ের জেলাশাসক ড় ব্রাহ্মিত কউর, অতিরিক্ত জেলাশাসক গোবেকর ময়ূর রতিলাল, আমবাসার মহকুমাশাসক জংটে ভানুলাল দোয়াতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ধবজিৎ দেববর্মা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিতন দেববর্মা সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও চিকিৎসকগণ।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার পর সে আগরতলায় ফিরে আসে বিমানে। প্রশাসনের তরফ থেকে তার যাবতীয় পরীক্ষার পর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেয়। সেই মোতাবেক তাকে ধ্বজনগরে একটি স্কুলে অন্যান্যদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু, সে প্রশাসনের কাছে দাবি করে যে সে বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে চায়। সেই মোতাবেক তার আবেদন গ্রাহ্য হয়। সে শনিবার সকালে পুলিশ লাইনে তার মা ও পরিবারের অন্যান্যরা যে আবাসনে থাকেন সেখানে থাকার জন্য যায়। কিন্তু, আবাসনের অন্যান্য পরিবারের সদস্যরা তাকে সেখানে থাকতে দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের আধিকারীকরা সেখানে পৌঁছেন। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাকে আবাসনের পৃথক একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চান শোয়েবের গতি, ম্যাকগ্রার লেংথ অ্যান্ডারসনের সুইং আর স্টেইনের আগ্রাসন

শোয়েব আখতারের গতি নিতাম, গ্লেন ম্যাকগ্রার লাইন-লেংথ নিতাম, আগ্রাসন নিতাম ডেল স্টেইনের আর সুইং নিতাম জিমি অ্যান্ডারসনের। সবকিছু মিলিয়ে যেমন বোলার হয়, তেমন একজন বোলার হতে পারলে খুব ভালো লাগত" — ইনস্টাগ্রাম চ্যাটে রাবাদা ইচ্ছাটা জানালেন এভাবে।তা সুযোগ পেলে কিংবদন্তি বোলারদের কাছ থেকে কিছু গুন নিতেন, বোলিং করতেন কার বিপক্ষে? ওয়ানডে ও টেস্টে বর্তমানে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম রাবাদার এখানে ইচ্ছাটাও নেহাত মন্দ নয়। সাবেক কোনো ব্যাটিং কিংবদন্তির বিপক্ষে বোলিংয়ের সুযোগ পেলে কাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে চাইবেন — ইনস্টাগ্রাম লাইভে সে প্রশ্নে রাবাদার উত্তর, "আমার মনে হয় আমি কেভিন পিটারসেন, শচীন টেন্ডুলকার, ভিভিয়ান রিচার্ডস আর রিকি পন্টিংয়ের বিপক্ষে বল করার সুযোগ পেলে খুব খুশি হতাম।"

অভিষেকের মাত্র ছয় বছর হলো তাঁর। এরই মধ্যে সময়ের সেরা ফাস্ট বোলারদের একজন তিনি। কী টেস্ট, কী ওয়ানডে, কী টি-টোয়েন্টি...কাগিসো রাবাদার উইকেটসংখ্যাই বলে তাঁর দক্ষতার কথা। ৪৩ টেস্টেই ২৫ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকানের উইকেট ১৯৭টি, ওয়ানডেতে ৭৫ ম্যাচে ১১৭টি, আর টি-টোয়েন্টিতে ২৪ ম্যাচে ৩০টি।কিন্তু ভালো হওয়ার তো আর শেষ নেই। তা নিজেকে আরও নিখুঁত বোলার হিসেবে দেখতে কী কী গুন রপ্ত করতে চান রাবাদা? ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ আইপিএলে তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিট্যালসের সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম লাইভে যা বললেন রাবাদা, সেটির সঙ্গে দ্বিমত করার মানুষ সম্ভবত থাকবেন খুব কমই।"যদি সুযোগ থাকত সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলারদের কারও কারও কিছু গুন নিজের মধ্যে নেওয়ার, তাহলে আমি

এমন আনন্দের মুহূর্তে কীসের আবার সামাজিক দূরত্ব?

এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে নাএমন অনেক বিধিনিষেধ মেনে নেওয়ার "প্রতিশ্রুতি" দিয়েই মাঠে ফিরেছে জার্মানির বুন্দেসলিগা। কিন্তু সব সময় কি সব বিধিনিষেধ মেনে চলা সম্ভব? বিশেষ করে তুলনামূলক বড় কোনো দলের বিপক্ষে মহামূল্যবান জয় পাওয়ার কেমন লাগবে কোনো দলের কোচের? নিশ্চয়ই আনন্দে ভেসে যেতে চাইবেন তিনি। ইচ্ছে করবে পাশে থাকা মানুষটিকে জড়িয়ে ধরতে।এমন সব মুহুর্তে আবেগ বশে রাখা কি এতই সহজ! এটা পারেননি ফ্রেইবুর্গের কোচ ক্রিস্টিয়ান স্ট্রেইখও। মনশেনগ্লাবাখের বিপক্ষে ১-০ গোলে পাওয়া জয়ের পর পাশে থাকা কোচিং স্টাফের আরেক সদস্যকে আবেগে জড়িয়ে ধরেছেন। শুধু ওই একজনকে জড়িয়ে ধরে থেমে গেলেও হতো, উচ্ছ্বাস যেন থামতেই চাইছিল না স্ট্রেইখের। সেই সময় কাছে যাঁকে পেয়েছেন, জড়িয়ে ধরেছেন!ওই একটি মুহূর্তের জন্য স্ট্রেইখ যেন ভুলে গিয়েছিলেন বিধিনিষেধের সব বালাই, করোনাভাইরাস মহামারির কথা আর ভুলে গিয়েছিলেন ডাগআউটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার বিষয়টি। অথচ বুন্দেসলিগা ফেরার আগে লিগ কর্তৃপক্ষ নিয়মকানুনের যে ফর্দ বানিয়েছিল তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, ডাগআউট বেঞ্চে একজনের সঙ্গে আরেকজনের কমপক্ষে তিন মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।স্ট্রেইখ এমন উচ্ছ্বাসে ভাসবেন নাই বা কেন, ইউরোপা লিগে জায়গা পাওয়ার জন্য লড়ছে তাঁর দল আর এই জয়ে সেই পথেই থাকল। ৩০ ম্যাচ শেষে অষ্টম স্থানে থাকা ফ্রেইবুর্গের পয়েন্ট এখন ৪১। ৪২ করে পয়েন্ট নিয়ে হফেইনহেইম সপ্তম ও ভলফসবুর্গ আছে ষষ্ঠ স্থানে। যদিও একটি করে ম্যাচ কম খেলেছে দল দুটি। ষষ্ঠ স্থানে থেকে লিগ শেষ করতে পারলেই আগামী মৌসুমের ইউরোপা লিগে খেলতে পারবে ফ্রেইবুর্গ।

আকরাম হতে পারতেন যে ভারতীয় পেসার

ক্যারিয়ারের শুরুতে পাকিস্তানি কিংবদন্তী ওয়াসিম আকরামের সঙ্গে তুলনা করা হতো ভারতীয় পেসার ইরফান পাঠানকে। ওয়াসিম আকরামের ক্যারিয়ার তখন সায়াহ্নে। ভারতীয় বাঁহাতি পেসার ইরফান পাঠান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা দেন ঠিক তখনই। ২০০২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অভিষেক হয় ১৯ বছর বয়সী ইরফানের। ডানহাতি ব্যাটসম্যানদের ভেতরে বল সুইং করানোর অসাধারন দক্ষতা ছিল ইরফানের। স্বাভাবিকভাবেই ক্যারিয়ারের শুরুতে ইরফানকে পাকিস্তানি কিংবদন্তী ওয়াসিমের সঙ্গে তুলনা করা শুরু হয়। ২০০৪ সালে পাকিস্তানে ভারতীয় দলের ঐতিহাসিক সফরে মূল সদস্য ছিলেন ইরফান। পুরো সিরিজ জুড়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন তিনি। পাঠান ততদিনে রাতারাতি তারকা বনে যান। ২০০৫ সালের অভিষেক হয় আরেক তরুণ ক্রিকেটার সুরেশ রায়নার। শুরুর দিকে পাঠানের তারকাখ্যাতি দেখে মুগ্ধ হতেন তরুণ রায়না। সম্প্রতি ইন্সটাগ্রাম আড্ডায় রায়না স্মরণ করছিলেন তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের গল্প। তখনই উঠে আসে ইরফান প্রসঙ্গ, "সবাই ইরফানকে ওয়াসিমের সঙ্গে তুলনা করত। লম্বা কোঁকড়া চুল। শ্যাম্পুর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরের মতো ছিলেন। আমি যখন দলে আসি, তিনি তখন অনেক বড় নাম, তাঁর তখন অনেক পরিচিতি।" পাকিস্তানিরা অবশ্য ইরফানকে নিয়ে এতো মাতামাতি পছন্দ করত না। তখন পাকিস্তান দলের প্রধান কোচ ছিলেন জাভেদ মিঁয়াদাদ। তিনি নাকি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ইরফানের মতো বোলার পাকিস্তানের প্রতিটি গলিতে পাওয়া যায়। মিঁয়াদাদের কথাটি এখনো নাকি মনে আছে রায়নার, "আমি অবাক হয়েছিলাম। আমার মনে আছে, আমার বাবা খবর পড়ছিল এবং একদম পছন্দ করেননি বিষয়টি।" কিন্তু ২০০৬ সালে পাকিস্তানিদেরই চমকে দেন ইরফান। প্রথম ভারতীয় পেসার হিসেবে টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। করাচি টেস্টে সালমান বাট, ইউনুস খান, মোহাম্মদ ইউসুফের পর পর তিন বলে আউট করেন ইরফান। ভারতের হয়ে ইরফানের ক্যারিয়ার অবশ্য লম্বা হয়নি। তিনি ২৯ টেস্ট, ১২০ ওয়ানডে ও ২৪টি টি-টোয়েন্টি খেলে ৩০১টি আন্তর্জাতিক উইকেট শিকার করেন। গত বছর সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ইরফান।

"চাইলেই মেসি রোনালদো হতে পারতাম, হইনি"

নিজেকে মেসি-রোনালদোর চেয়ে বিশেষ কিছু কম বলে মনে করেন না সাবেক ডাচ মিডফিল্ডার ওয়েসলি স্নাইডার। তবে একটা কারণে শেষ পর্যন্ত মেসি-রোনালদোর কাতারে আসা হয়নি তাঁর ওয়েসলি স্নাইডারের নাম বললে মাথায় কোন ছবি ভেসে আসে? ভেসে আসে বল পায়ে এক শিল্পীর কথা। হোসে মরিনহোর মূল অস্ত্র হয়ে নীল-কালো ডোরাকাটা জার্সি গায়ে যিনি ইন্টারকে করেছিলেন ইউরোপসেরা। কিংবা বার্ট ফন মারউইকের মূল অস্ত্র হয়ে ক্রুইফ-বাস্তেনদের জনপ্রিয় করা ওই কমলা জার্সি গায়ে যিনি আরেকটু হলেই জিতে যাচ্ছিলেন বিশ্বকাপ। শেষটা যদিও জেতা হয়নি, তবে তা তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন তৈরি করতে পেরেছে সামান্যই।সেটা স্নাইডার নিজেও বোঝেন। বোঝেন দেখেই এবার দাবি করেছেন, প্রতিভার দিক দিয়ে বার্সা তারকা লিওনেল মেসি কিংবা জুভেন্টাসের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না মোটেই। চাইলেই হতে পারতেন সবার সেরা, "আমি হতে পারতাম মেসি বা রোনালদোর মতো। কিন্তু কখনোই আমি সেভাবে অনুভব করিনি যে আমাকে ওদের সমান হতেই হবে।"কিন্তু কেন অনুভব করেননি? ইতালিয়ান সাংবাদিক জিয়ানলুকা দি মারজিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেটাও উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও উঠে এসেছে মেসি ও রোনালদোর তীব্র অধ্যবসায় ও ত্যাগের কথা, "আমি আমার জীবনকে পুরোদমে উপভোগ করেছি। হয়তো কখনও রাতের খাবার খেয়ে আয়েশ করে একটু সুরা পান করেছি। লিও আর ক্রিস্টিয়ানো একদম আলাদা। ওরা আমার মতো না। ওরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে (এই অবস্থায় আসার জন্য)।" মেসি-রোনালদোর কাতারে যে যেতে পারেননি, তাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই সাবেক এই ডাচ তারকার, "আমার কোণো সমস্যা নেই। আমি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট। অসাধারণ একটি ক্যারিয়ার কাটিয়েছি।"

দর্শকহীন মাঠে বিশ্বকাপ চান না আকরাম

আইসিসি এখনো আনুষ্ঠানিক কিছু বলেনি এ নিয়ে। তবে সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের অনেকেই এ বছর নির্ধারিত সময়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে বলে মনে করছেন না। কেউ কেউ বিশ্বকাপ পেছানোরও দাবি তুলেছেন। সেই তালিকায় এবার যোগ হলো পাকিস্তানের কিংবদন্তি বোলার ওয়াসিম আকরামের নামটাও।

করোনাভাইরাসের কারণে অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে দেওয়াই যৌক্তিক মনে করেন সাবেক পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার। কারণ, এ সময়েও বিশ্ব পুরোপুরি করোনাভাইরাসের প্রভাবমুক্ত থাকবে না। সে কারণে বিশ্বকাপ আয়োজন করলে তা করতে হবে দর্শকশূন্য মাঠে। আর দর্শকশূন্য মাঠে বিশ্বকাপএটা ভাবতেই পারছেন না ওয়াসিম আকরাম। এ কারণেই তিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পিছিয়ে পড়ে করার পক্ষে কথা বলেছেন।নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড শুরু হওয়ার কথা এ বছর ১৮ অক্টোবর, ফাইনাল ১৫ নভেম্বর। কিন্তু ওই সময়ে করোনা সংক্রমন যে অবস্থায় আছে, তাতে ওই সময়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করা যাবে কি না, এ নিয়ে শঙ্কায় আয়োজক অস্ট্রেলিয়াই। কিছুদিন আগে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) ক্রিকেট কমিটির সদস্য কুমার সাঙ্গাকারাও বলেছেন, বর্তমান বাস্তবতায় এ বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।আইসিসি অবশ্য জানিয়েছে, ১০ জুলাই সভার পর বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ জানা যেতে পারে। এমনকি দর্শকহীণ মাঠে খেলা আয়োজন করা যায় কি না, সেটাও ভেবে হচ্ছে। তবে গ্যালারিতে দর্শক ছাড়া বিশ্বকাপ খেলাটাকে খুব একটা সমর্থন করছেন না ওয়াসিম আকরাম। পাকিস্তানের একটি দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার মনে হয় না এটা কোনো ভালো চিন্তা।

মাঠে দর্শক ছাড়া বিশ্বকাপ আয়োজন করা কীভাবে সম্ভব? বিশ্বকাপ মানেই হইরই ব্যাপার, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শকরা আসেন তাদের দলকে সমর্থন করতে। দর্শকবিহীন মাঠে সেই আমেজের কিছুই থাকবে না।"জৌলুশহীন কোনো আয়োজনে না গিয়ে বরং আইসিসিকে আপাতত অপেক্ষা করার পরামর্শ আকরামের, "আইসিসি একটা ভালো সময়ের অপেক্ষা করতে পারে। এই মহামারির প্রকোপ কমে গেলে, বিশ্বে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে তখন বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবা যেতে পারে।"এরপর আকরাম বলেছেন, "আমি মনে করি না (এই সময়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করার) পরিকল্পনাটা উপযুক্ত। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, দর্শক ছাড়া একটা বিশ্বকাপ কীভাবে হতে পারে!"

পিএসজি তারকা কেনে, বিক্রি করে না

এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে আর নেইমার বার্সেলোনায়। দুই পিএসজি সতীর্থের ভবিষ্যতটা এভাবেই সাজিয়ে নিয়েছেন সমর্থকেরা। প্রতিদিনই এ সংক্রান্ত খবর পত্রিকায় আসে। দলবদলের গুঞ্জন জায়গা করে নেয় অনলাইন পোর্টালের পেইজগুলোতে। কিন্তু রিয়াল ও বার্সা - দুই ক্লাবের সমর্থকদের সতর্ক করে দিয়েছেন আন্দের হেরেরা। বলেছেন, পিএসজি কখনো তারকা বিক্রি করে না।গত মৌসুমে নেইমার এমবাপ্পের সঙ্গী হয়েছেন আন্দের হেরেরা। করোনার কারণে মার্চে বন্ধ হওয়া লিগ আগেভাগেই শেষ করে দিয়েছে ফরাসি ফুটবল কর্তৃপক্ষ, বড় এক ছুটিই তাই পেয়েছেন পিএসজির এই মিডফিল্ডার। স্প্যানিশ পত্রিকা এএসের সঙ্গে কথোপকথনে এমবাপ্পে ও নেইমারের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে নিজের মতামতটা এভাবেই জানিয়েছেন, "আমি জানি না (ক্লাব কাউকে বিক্রি করবে কি না)। কারণ ওরা কত আয় করে কিংবা ক্লাব কত আয় করে এটা জানি না। শেষ পর্যন্ত এটা তো একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এটা জানি, ওরা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এবং যতদূর জানি ওরা পিএসজির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুশি।" ফুটবলের সবচেয়ে বড় দুই দলবদল এখন পিএসজির দখলে। ২০১৭ সালের আগস্টে তোলপাড় ফেলে দিয়ে বার্সেলোনা থেকে নেইমারকে ২২২ মিলিয়ন ইউরোতে এনেও শান্ত হয়নি পিএসজি। এক মাস পেরোনোর আগেই এমবাপ্পেকে টেনে নিয়েছে ১৮০ মিলিয়ন ইউরোতে। এ দুটি অঙ্ক এখনো রেকর্ড হয়ে আছে। করোনা পরবর্তী ফুটবলে হয়তো এ রেকর্ড টিকে থাকবে অনেকদিন। ওদিকে খেলোয়াড় বিক্রিতে তেমন কোনো বড় নাম ডাক নেই তাদের। সর্বোচ্চ ৪০ মিলিয়নে গনসালো গেদেসকে বিক্রি করেছে পিএসজি।নেইমার ও এমবাপ্পেকে নিয়ে ওঠা নানা গুঞ্জনের মাঝে তাই পিএসজির আর্থিক ক্ষমতা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন হেরেরা, "ওদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক খবর আসে, এটা সত্যি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আসে। কিন্তু এ নিয়ে আমরা খুব একটা ভাবি না। আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে আগে। আমি এ নিয়ে কিলিয়ানের সঙ্গে কথাও বলেছি। পিএসজি এমন কোনো ক্লাব না যারা তারকা বিক্রি করে, বরং উল্টো। ওরা তারকা কেনে। আর্থিকভাবে এই ক্লাব দুজনকেই ধরে রাখার মতো শক্তিশালী।"

হিগুয়াইনকে নিয়ে শঙ্কা

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মৌসুম আবার শুরু করার আগে একটা ধাক্কা খেল ইউভেন্তুস। দলীয় অনুশীলনের সময় পায়ের মাংশপেশিতে চোট পেয়েছেন গনসালো হিগুয়াইন।

দলের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের চোটের বিষয়টি বৃহস্পতিবার টুইট করে জানায় ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা।

"আজকের (বৃহস্পতিবার) অনুশীলন চলাকালীন সময় হিগুয়াইন ডান পায়ের উরুর পেশিতে চোট পেয়েছেন। সামনের দিনগুলোতে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে।"

৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে তাই কোপা ইতালিয়ার সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী ১২ জুন নিজেদের মাঠে হতে পারে ম্যাচটি, প্রতিপক্ষ এসি মিলান। গত ফেব্রুয়ারির প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল। করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রায় তিন মাস স্থগিতের পর দর্শকশূন্য মাঠে আগামী ২২ জুন ফিরবে ইতালিয়ান সেরি আ। ১৭ জুন হবে কোপা ইতালিয়ার ফাইনাল।

চলতি মৌসুমে ২৩ ম্যাচে পাঁচ গোল করেছেন এক সময় রিয়াল মাদ্রিদে খেলা হিগুয়াইন।

Bamboo and Cane Development Institute, Agartala

Quotation

Sealed quotations are require for supplying of Brick, Cement (Portland), Sand (fine) for Small Bamboo Nursery. For details please contact at BCDI, Lichubagam / Email : bcdiacc@gmail.com or 9436582273

Last date is 12th June 2020, 3 PM.

Admission Notification for regular mode B. Ed. (Two Years) Programme of IASE, Kunjaban, Agartala for the Session 2020-2021

Online applications are invited from fresher candidates residing in Tripura for admission to regular mode B.Ed (Two Year) programme (Institute of Advanced Studies in Education, Kunjaban, Agartala, Tripura) for the academic session 2020-2021. Applicants have to apply online by submitting application form. The details of the programme, eligibility criteria, other relevant informations and application forms are available in the college website www.iasetripura.com Date of online Form fill-up : 08/06/2020 to 22/06/2020 (within 11:59 pm)

Date of Hard copy Submission to IASE: 08/06/2020 to 26/06/2020 (12 noon to 2 pm)

ICA/D-161/2020-21

(Dr. Ratna Roy)
Principal IASE,
Kunjaban Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2020-21 Date: 02-06-2020

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWP 7 Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 01-07-2020 for the work : Improvement and Upgradation of Kamalpur to Manikbhander Road to Double lane//SH: Widening, BM, Carpeting, CD etc. Portion from Ch. -0.00 km to 5.00 km, for details visit website haps://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to pwd.rb.knip.division@gmaiLcom.

ICA/C-490/2020-21

Executive Enginer, Kamalpur
Division, PWD (R&B) Kamalpur,
Dhalai Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE/KLSD/2020 —21. dt 22-05-2020

On behalf of the "Governor of Tripura the Executive Engineer, Kailashahar PWD (R&B) Division, Kailashahar Unakoti Tripura" invites percentage rate Single Bid System e-tender in PWD Form no- 7 un io 3.00 P.M. on 20-06-2020 for 05(Five) no works :-

S1.No.	DN1T NO.	Estimated cost	Earnest money	Cost of Bid Fee
1	11/EE/KLSD/2020	Rs/-16,75,915/-	Rs/-16,759/-	Rs/-1000/-
2	12/EE/KLSD/2020	Rs/-20,58,225/-	Rs/-20,582/-	Rs/-1000/
3	13/EE/KLSD/2020	Rs/-22,34,107/-	Rs/-22,341/-	Rs/-1000/

" For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eekIspwd@vahoo.in"

ICA/C-496/2020-21

Executive Engineer
Kailashahar Division,PWD(R&D)
Kailashahar, Unakoti, Tripura

Single bid percentage rated e-tender are invited for the following work:

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Tender fee	Place, Time and date of opening of online Technical bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	R/Mtc of Agartala water supply scheme during the year 2020-21 / S.H:- Reparing of pipe line leakage, block washing and some other allied works other than Kashipur Section under the jurisdictioin of DWS Sub-Division-IV, Jogendranagar, Agartala.(2nd call) DNIeT No:- 03/EE/DWS-I/ 2020-21	₹ 7,33,467.00	₹ 7,335.00	06(Six) months	Up to 15.00 Hrs on 26-06-2020	Rs. 1000.00	O/o the Executive Engineer, DWS Division, Agartala-1 upto 16.30 Hrs on 26-06-2020 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in the office of the unders':med.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in and / or www.tenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders,aov.in For details please visit www.trinuratenders.2ov.in and / or www.tenders.ov.in and for any query please contact :-contact:- 0381-232-5606 e-mail: dwsdivagartal al@gmail.

ICA/C-486/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura.
Executive Engineer
DWS Division, Agartala, Tripura West.

শনিবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এসসিইআরটি পরিদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

অসমে কোভিড-১৯ পজিটিভ মামলার সংখ্যা বেড়ে ২৩৯৭ নতুন আক্রান্ত ৭৩ জন

গুয়াহাটি, ৬ জুন (হি.স.) : স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা অনুযায়ী দ্রুত বাড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। আজ সকালের হিসাবে ২৪ ঘণ্টায় নয়া ২০৯টি সংক্রমিতের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ফের নতুন ৭৩টি পজিটিভ মামলা এসেছে বলে শনিবার সন্ধ্যারাত ৬:৫৫ মিনিটের টুইট আপডেটে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, এই সংখ্যা নিয়ে অসমে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন মোট ২৩৯৭ জন।

নতুন ৭৩ জনের মধ্যে ধুবড়ি জেলার ২১, ডিমা হাসাও জেলার ১২, গোয়ালপাড়ার ৬, হাইলাকান্দির ৫, কামরূপের ৫, বিমানবন্দরের ৪, পশ্চিম কারবি আংলঙের ৪, গোলাঘাটের ৪, ধেমাজির ৩, কাছাড়ের ২ এবং গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতাল, রাঙাপাড়া, কারবি আংলং, নগাঁও, চড়াইদেও, করিমগঞ্জ ও শিবসাগরের এক জন করে বাসিন্দা। সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, অসমে এ পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমিত চারজনের মৃত্যুর বিপরীতে আরোগ্য লাভ করেছেন ৫৪৭ জন। সক্রিয় কোভিড রোগী ১৮৪৩ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের কোভিড সেলে।

প্রসঙ্গত, শনিবার বেলা ১১.৩৫ মিনিটে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইট আপডেটে ৮১ জনের সোয়াব পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছিলেন। নয়া আক্রান্তদের মধ্যে ৪০ জন হোজাই, ৯ ধেমাজি, ৭ জন বরপেটা, ৭ জন নগাঁও, ৪ জন বিশ্বনাথ, ৪ জন বিমানবন্দর, ৩ জন শোণিতপুর, ২ জন কারবি আংলং, ২ জন তিনসুকিয়া, ১ জন মরিগাঁও. ১ জন ডিব্রুগড় এবং ১ জন লখিমপুর জেলার বাসিন্দা।

উল্লেখ্য, গতকাল একদিনে ১২৮ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছিল। গতকাল রাত ১১.০৫ মিনিটে দিনের শেষ টুইটে মন্ত্রী ড় শর্মা জানিয়েছিলেন আরও ৯০ জনের শরীরে করোনা-হামলা করেছে। তাঁরা ধুবড়ির ৩৭, ডিমা হাসাওয়ের ১৫, করিমগঞ্জের ৭, কাছাড়ের ৭, বাকসার ৭, হাইলাকান্দির ৬, ওদালগুড়ির ৩, দক্ষিণ শালমারার ২, ধেমাজির ২ এবং ১ জন করে নলবাড়ি, বরপেটা, বঙাইগাঁও এবং চিরাং জেলার বাসিন্দা। এর আগে এদিন আরও ৩৮ জন আক্রান্তের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন মন্ত্রী। ওই ৩৮ জনের মধ্যে ১৩ জন দরং, ৯ জন ডিমা হাসাও, ৭ জন শোণিতপুর, ২ জন হাইলাকান্দি এবং ২ জন করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

৩৫ বেড়ে বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু ৮৪৬ জনের, সংক্রমিত ৬৩,০২৬

ঢাকা, ৬ জুন (হি.স.): বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮৪৬ জনের। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৬৩৫ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩ হাজার ২৬ জনে। শনিবার দুপুরে অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মহাপরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন, ঢাকা শহর-সহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছে ১৩ হাজার ৩২৫ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১২ হাজার ৯০৯টি। আর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে ১২ হাজার ৪৮৬টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তিন লাখ ৮৪ হাজার ৭৫১টি। নাসিমা সুলতানা জানান, ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের, তাঁদের মধ্যে পুরুষ ২৮ জন, মহিলা সাত জন।

শিলিগুড়িতে করোনায় আক্রান্ত সিনিয়র চিকিৎসক সহ ৪

শিলিগুড়ি, ৬ জুন (হি. স.): দ্রুত বেড়ে চলেছে উত্তরবঙ্গে করোনা সংক্রমণ। জুনিয়র, পিজিটিদের পর এবার একজন সিনিয়র চিকিৎসকও করোনায় আক্রান্ত। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সহ চারজনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সংক্রমণ মিলেছে মেডিসিন বিভাগের একজন ইনটার্নের শরীরেও। পাশাপাশি, শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদিরামপল্লীর বছর ৫০-এর ব্যক্তির শরীরেও সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ক্ষুদিরামপল্লীর ওই ব্যক্তি শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে একটি মোমোর দোকানে কাজ করতেন। গত ৩ জুন শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তিনি কাওয়াখালির সারি হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখানে তাঁর লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এদিন দুপুরে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। কর্মরত অবস্থায় তিনি কার কার সংস্পর্শে এসেছেন, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

দেশজুড়ে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বাড়ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৪৮.২ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৬১১। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৪ হাজার।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দেশে করোনা রোগীদের চিহ্নিতকরণের জন্য পরীক্ষার সংখ্যা বিপুল পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১ লাখ ৩৮ হাজার পরীক্ষা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৪৫ লক্ষ ২৪ হাজারের বেশি পরীক্ষা হয়েছে। টেস্টিং ল্যাব এর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

রাজনীতি না করে পরিযায়ীদের কর্মসংস্থান নিয়ে ভাবুক নেতারা

পাটনা, ৬ জুন (হি. স.): দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিহারের বেগুসরাইতে পরিযায়ী শ্রমিকেরা চলে আসার ধারা অব্যাহত। প্রতিদিন শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়াও ট্রাক, বাইক, বাসে করে পরিযায়ীরা ফিরে আসছে। কাজ হারানোর ভয় চিন্তিত পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এদের কর্মসংস্থানের জন্য বিহার সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদেরকে রেশন এবং আর্থিক সাহায্যও করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করছে বিভিন্ন দল। লকডাউন চলাকালীন এদের কথা কেউ ভাবেনি।কিন্তু আনলক ওয়ান প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজনীতিবিদরা জেগে উঠেছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের রণডঙ্কা বেজে উঠেছে। ফলে শ্রমিকদের নিজেদের দিকে করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কাজ দেওয়ার নাম করে একদিকে যখন রাজ্যের শাসক দল এই সকল শ্রমিকদের নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করছেন। তখন রাজ্যের দুই বিরোধী দল আরজেডি এবং কংগ্রেস এই সকল পরিযায়ীদের মধ্যে রাজ্য এবং কেন্দ্র বিরোধী প্রচার এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে শ্রমজীবী মানুষরা। সম্ভবত বিহারের নভেম্বরে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই সকল মানুষদের কাঁধে চেপেই যে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি তা মনে রাজনৈতিক মহল।

দিল্লির নজফগড়ের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহকারী রামভরসে চৌধুরী জানিয়েছেন, লকডাউনের সময় যখন সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন দিল্লিতে তৃণমূল স্তরে নেমে শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোন রাজনৈতিক নেতাদের দেখা যায়নি। বিহারের কয়েকজন এই সকল শ্রমিকদের সাহায্য করলেও এর পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। এমনকি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন নিয়ে রাজনীতি হয়েছে

স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত গরিবদের জন্য কেউ ভাবেনি।

যার জেরে দিল্লি, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মুম্বাই, কলকাতা, গুয়াহাটিতে বিহার প্রদেশ থেকে যাওয়া মানুষদের ভিড় বেড়েই চলে। সেখানে বিহার রাজ্যের মানুষদের শ্রমিক ভিত্তিতে কারখানা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিহারের মধ্যে এই সকল মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য কোন রাজনৈতিক দল ভাবেনি। স্বাধীনতার পর বিহারের বেগুসরাইকে রাজ্যের বাণিজ্যিক কেন্দ্র বলা হত।কিন্তু এখন সেই সব অতীত। একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার জেরে মানুষ বিহার ছেড়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাতে থাকে।

মালদ্বীপে ৭০০ ভারতীয় কে উদ্ধার করল নৌবাহিনী

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.): দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপে আটকে পড়া ৭০০ ভারতীয়কে নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস জলশ্ব। করোনা জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে নিয়ে আনার জন্য অপারেশন সমুদ্র সেতু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে নৌবাহিনীর তরফে। বর্তমানে এই কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায় চলছে। ৭ জুন, রবিবার তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন বন্দরে এই যুদ্ধজাহাজ পৌঁছবে। মালদ্বীপে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে বৃহস্পতিবার মালে বন্দরে এসে পৌঁছায় আইএনএস জলশ্ব। সকল যাত্রীদের শারীরিক পরীক্ষার পর শুক্রবার বিকেলে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় জলশ্ব। মালদ্বীপের উপকূলরক্ষী বাহিনীর কমান্ডেন্ট কর্নেল মহাম্মদ সেলিম গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মিশন বন্দে ভারতের মাধ্যমে শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপে আটকে পড়া প্রায় ২৭০০ ভারতীয়কে এখনো পর্যন্ত দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাহাজের মধ্যে কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, কাঠুয়ায় যোগ্য প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৬ জুন (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শুক্রবার গভীর রাত ১২.৪৫ মিনিট নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ শুক্রবার রাত ১২.৪৫ মিনিট থেকে শুরু করে শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ পর্যন্ত চলতে থাকে গুলির লড়াই। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, রাতভর গুলির শব্দ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ১২.৪৫ মিনিট থেকে কাঠুয়া জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি, সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ পর্যন্ত চলতে থাকে গুলির লড়াই। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

করোনা-সংক্রমিত ৫ জন ইডি কর্মী ৪৮ ঘন্টার জন্য সিল হেডকোয়ার্টার

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): আতঙ্ক ক্রমশই বাড়াচ্ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস! এবার দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সদর দফতরে ৫ জন ইডি আধিকারিকের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ৫ জন কর্মীর শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলতেই শুক্রবার দিল্লির খান মার্কেটে, লোক নায়েক ভবনে অবস্থিত ইডি সদর দফতর স্যানিটাইজড করা হয়। এছাড়াও রবিবার পর্যন্ত হেডকোয়ার্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে।

ইডি সূত্রের খবর, সংক্রমিত ৫ জনের মধ্যে দু''জন সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকে করিমগঞ্জ জেলায় এবারও বেসরকারি স্কুলের দাপট

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুন (হি.স.) : বিগত বছরগুলির মত এবারও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় (মাধ্যমিক) সরকারি স্কুলগুলোকে টেক্কা দিয়েছে বেসরকারি স্কুল। করিমগঞ্জ জেলার মধ্যে সেরা ফলাফল করেছে নিলামবাজারের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমির ছাত্র আব্দুর রহমান। মোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৫৭৮ নম্বর অর্জন করেছে আব্দুর। অঙ্কে ১০০, বিজ্ঞানে ১০০, ইংরেজিতে ৯৯, বাংলায় ৯২, সমাজ বিজ্ঞানে ৯২, কম্পিউটার সায়েন্সে ৯৫ নম্বর অর্জন করেছে আব্দুর রহমান।করিমগঞ্জ জেলায় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষায় এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১,২৬৩ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৫,৭১৪ জন। পাশের হার ৫০.৭৫ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১,১৫৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২,১০৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ২,৪৫৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। সরাকারি স্কুলগুলির নিরাশাজনক ফলাফলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষাপ্রেমীরা।

রেলভবনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৩

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত দিল্লির রেলভবনে। শনিবার ফের এক কর্মীর শরীরে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩। ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে আসাদের কোয়ারেন্টাইন বা একান্ত বাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ দিন তারা নিজেদের বাড়িতে একান্তবাসে থাকবেন।

রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে রেল ভবনের চতুর্থ তলায় আরপিএফ কার্যালয়ে কর্মরত এক কনস্টেবলের শরীরে করোনা মিলেছে। ওই কনস্টেবলের সংস্পর্শে আসা

ছয়ের পাতায় দেখুন

রেলমন্ত্রীর মা চন্দ্রকান্তা প্রয়াত শোকস্তব্ধ পীযূষ গোয়েল

মুম্বই, ৬ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের মা, বিজেপি নেত্রী চন্দ্রকান্তা গোয়েল। বার্ধ্যকজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন চন্দ্রকান্তা গোয়েল, শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর দুঃ সংবাদ পীযূষ গোয়েল নিজেই জানিয়েছেন। শোকস্তব্ধ রেলমন্ত্রী টুইট করে লেখেন, জনগণের মঙ্গল কামনায় গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর মা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন। বিজেপি নেতা এবং মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী বিনোদ তাওড়ে জানিয়েছেন, শনিবার সকালেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। চন্দ্রকান্তা গোয়েল কর্পোরেটর ছিলেন, এছাড়াও তিন-বারের জন্য মাতুঙ্গা বিধানসভা আসনের বিধায়ক ছিলেন। তাঁর স্বামী বেদপ্রকাশ গোয়েল দীর্ঘদিন বিজেপির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে জাহাজ মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

করোনা আক্রান্ত রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের নার্স

রায়গঞ্জ, ৬ জুন (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মরত নার্সের দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ল। এর আগে তিনি রায়গঞ্জের কোভিড হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সেখানে ১৪ দিন কাজ করার পর তিনি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজে যোগ দেন। ওই নার্সের লালার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ মিলতেই উদ্বেগ বেড়েছে চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যমহলে।

সংক্রামিত ওই নার্সের বাড়ি মেদিনীপুর এলাকায়। কর্মসূত্রে তিনি রায়গঞ্জে থাকেন। এছাড়া রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া এলাকার এক বিএসএফের আধিকারিকের দেহেও করোনা মিলেছে। তিনি রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত কমলাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ছটপারুয়া এলাকার কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে কোভিড হাসপাতালের ল্যাব টেকনিশিয়ান ও দুজন হাউসস্টাফের লালার নমুনা শনিবার মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ফলাফল ঘোষিত অসমের মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার, পাশের হার বেড়ে ৬৪.৮০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ৬ জুন (হি.স.) : উৎকণ্ঠার অবসান। ২০২০ সালের হাইস্কুল ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল আজ শনিবার সকাল নয়টায় ঘোষণা করেছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড অব আসাম বা সেবা)। সেবা)। প্রত্যাশা মতো সেবা প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় গতবারের চেয়ে এবারও পাশের হার বেড়েছে। এবার সামগ্রিকভাবে পাশের হার গত তিন বছরের চেয়ে বেড়ে হয়েছে ৬৪.৮০ শতাংশ। গত তিন বছর যথাক্রমে ২০১৭ সালে ৪৭.৯৪ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৫৬.০৪ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে ছিল ৬০.২৩ শতাংশ।

এ বছর সর্বমোট ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ২২৪ ছাত্রছাত্রী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে পাশ করেছে ২,২১,৭৫৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রের পাশের হার ৬৬.৯৩ শতাংশ এবং ছাত্রীর ৬২.৯১ শতাংশ। মেধা তালিকায় প্রথম দশে স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে ৪৩ জন।

এদিকে হাইমাদ্রাসা পরীক্ষায় পাশের হার এবার ৬৩.৬৭ শতাংশ। এর মধ্যে ৬৫.২৫ শতাংশ ছাত্র এবং ৬২.৬২ শতাংশ ছাত্রী। হাইমাদ্রাসা পরীক্ষায় বসেছিল মোট ৯,৩৪৭ জন ছাত্রছাত্রী।

এ বছর, ২০২০ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিকে শীর্ষ স্থান দখল করে প্রথম হয়েছে দরঙে ধৃতিরাজ বাস্তব কলিতা। সে দরঙের পদুম পুখুরি হাইস্কুলের ছাত্র। প্রাপ্ত নম্বর ৫৯৫। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে ডিব্রুগড়ের সল্টব্রুক অ্যাকাডেমির অলংকিতা গৌতম বরুয়া। অলংকিতা পেয়েছ ৫৯৪ নম্বর।এভাবে ৫৯১ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে তিনজন। তারা যথাক্রমে দেবীস্মাপ্রিয়া বরা (জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমি, নারায়ণপুর), জ্যোতিষ্মান দেবশর্মা (শংকরদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন, নলবাড়ি), সাকি জি বুলটন (সেইন্ট মেরি স্কুল, গুয়াহাটি।

৫৯০ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান দখল করেছে নমস্যা ডেকা (লিটলফ্লাওয়ার্স স্কুল, নলবাড়ি) এবং হিয়াশ্রী শর্মা (দক্ষিণ গুয়াহাটি জাতীয় বিদ্যালয়)।

পঞ্চম স্থান দখল করেছে তিনজন। তারা মানস উত্তম নেওগ (নীলমণি আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়, ডিব্রুগড়), অঙ্কুরজ্যোতি বেজবরুয়া (উদয়ন শান্তি নিকেতন, বেজেরা) এবং হিরকজ্যোতি বৈশ্য (কাড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নলবাড়ি)। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৫৮৯।

৫৮৮ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছে চারজন। তারা হর্ষবর্ধন মহেশ্বরী, (মারিয়ান হাইস্কুল, বরপেটা), হরিদ্র বরা (স্যাক্রেড হার্ট স্কুল, গোলাঘাট), রণোজজ্যোতি বরুয়া (জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমি, নারায়ণপুর) এবং হিমাশ্রী বরুয়া (ফুলেশ্বরী গার্লস হাইস্কুল, শিবসাগর)।

সপ্তম স্থান দখল করেছে দুজন। অভিলাষা দত্ত (সেইন্ট মেরিজ হাইস্কুল, উত্তর লখিমপুর) এবং ঝলক জালান (সেইন্ট অ্যান্টনি ইংলিশ স্কুল, নগাঁও)। তারা পেয়েছে ৫৮৭।

পাঁচজন দখল করেছে অষ্টম স্থান। ৫৮৬ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থানাধিকারীরা অনিশা রায় (হলিক্রস হায়ার সেকেন্টারি, শিলচর, কাছাড়), নিখিলেশ দত্ত (শংকরদেব বিদ্যা নিকেতন, রামদিয়া), সিমরণ বরা (ব্রুকফিল্ড স্কুল, লখিমপুর), অন্তরিক্ষ হাজরিকা (নামতি চারিআলি জাতীয় বিদ্যা নিকেতন, শিবসাগর) এবং অন্বেষা চক্রবর্তী (ডন বসকো হাইস্কুল, ডুমডুমা)।

৫৮৫ নম্বর পেয়ে ১১ জন নবম স্থান দখল করেছে। তারা যথাক্রমে ভৃগু মোহন কুমার (শ্রীমন্ত শংকরদেব বিদ্যালয়, দরং), রাজদ্বীপ বরুয়া (শংকরদেব শিশু নিকেতন, কাকডোঙা), নিহারিকা ভরালি (গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয়), শিল্পীশিখা ডেকা (পলাশতল কাছমারি হাইস্কুল, নগাঁও), মাসুম মেহতাব (শংকরদেব শিশু নিকেতন, বাহারঘাট, নলবাড়ি), ইমন বৈশ্য (শংকরদের শিশু নিকেতন, বাহারঘাট, নলবাড়ি), অভিনব গগৈ (সেইন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মরানহাট, শিবসাগর), অবিনাশ কেওট (সেইন্ট স্টিফেন্স হাইস্কুল, তিনসুকিয়া), অনন্যা মেধি (অসম জাতীয় বিদ্যালয়, নুনমাটি, গুয়াহাটি) এবং নিরজ খৈতান (হেপি চাইল্ড হাইস্কুল, গুয়াহাটি)।

৫৮৪ নম্বর পেয়ে দশম স্থানও ১১ জন দখল করেছে। তারা পূজা বন্দ্যোপাধ্যায় (শংকরদেব শিশু নিকেতন, বরপেটা), প্রেরণা ডেকা (বঙাইগাঁও হাইস্কুল), পার্শ তসনিম বড়ভুইয়াঁ (শিলচর কলেজিয়েট স্কুল, শিলচর, কাছাড়), অনিন্দিতা কেঁওর (সেইন্ট জেভিয়ার স্কুল, ডিব্রুগড়), ভার্গবজ্যোতি দাস (শংকরদেব বিদ্যা নিকেতন, রামদিয়া), দিউবিজ বিকাশ (সেইন্ট মেরিজ হাইস্কুল, উত্তর লখিমপুর), অঙ্কিতা দে (গুড সামারিতান ইংলিশ হাইস্কুল, নগাঁও), ঋত্বিকা কুমার সূত (প্রাঞ্জল মেমরিয়াল অ্যাকাডেমি, নগাঁও), শশাঙ্ক হালৈ (আনন্দ বিদ্যা নিকেতন, নলবাড়ি) এবং মিসবাহুল করিম (লিটলস্টার স্কুল, শোণিতপুর)।

অন্যদিকে, এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে (ফার্স ডিভিশন) পাশ করেছে ৪৮,২৭৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭৭,৮৫০ এবং তৃতীয় বিভাগে ৯৫,৮২৯ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

জর্জিয়ায় ভেঙে পড়ল ছোট্ট বিমান পাইলট-সহ মৃত্যু ৫ জনের

জর্জিয়া, ৬ জুন (হি.স.): ফ্লোরিডা থেকে ইন্ডিয়ানায় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল, আকাশপথেই ঘটে গেল মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। আমেরিকার উত্তর জর্জিয়ায় ছোট্ট বিমান ভেঙে প্রাণ হারালেন ওই বিমানের পাইলট ও একই পরিবারের চারজন সদস্য। নিহত পরিবারের বাড়ি ফ্লোরিডায়। আমেরিকার সময় অনুযায়ী শুক্রবার বিকেল ৩.১৩ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর জর্জিয়ায়, ইয়াটোনটোন থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে তানইয়ার্ড রোডের কাছে জঙ্গলে।

শুক্রবার দুপুর দু''টোর কিছু পরে ফ্লোরিডার গাইন্সভিল্লে এবং ওকালার মাঝে উইলিস্টন মিউনিসিপ্যাল বিমানবন্দর থেকে টেক-অফ করেছিল দু''ইঞ্জিন বিশিষ্ট পাইপার পি এ-৩১ টি বিমানটি। বিমানের যাত্রীদের গন্তব্য ছিল ইন্ডিয়ানা। বিকেল ৩.১৩ মিনিট নাগাদ উত্তর জর্জিয়ায়, ইয়াটোনটোন থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে তানইয়ার্ড রোডের কাছে জঙ্গলে ভেঙে পড়ে ছোট্ট বিমানটি। বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই আগুন ধরে যায়। মৃত্যু হয়েছে পাইলট এবং একই পরিবারের চারজন সদস্যের।

পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু ১,৯৩৫ জনের, সংক্রমিত বেড়ে ৯৩,৯৮৩

ইসলামাবাদ, ৬ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। শনিবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩,৯৮৩-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৩৫,৩০৮ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৩৪,৮৮৯ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১২, ৪৫৯, বালোচিস্তানে ৫,৭৭৬, ইসলামাবাদে ৪,৩২৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ৮৯৭, আজাদ কাশ্মীরে ৩৩১।

সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। শনিবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,৯৩৫ জনের। পাক

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৯৪ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ৬,৬৪২ জনের, সংক্রমিত ২,৩৬,৬৫৭ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৬ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে ফের নতুন রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। এক ধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯,৮৮৭। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২৯৪ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৬৪২ এবং সংক্রমিত ২,৩৬,৬৫৭ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১১,৪০,৭৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩৬,৬৫৭ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১,১৫,৯৪২)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬,৬৪২। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,১৪,০৭৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৬,৬৪২ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ২৯ জনের, চন্ডীগড়ে ৫ জন, ছত্তিশগড়ে দু''জন, দিল্লিতে ৭০৮ জনের, গুজরাটে ১১৯০ জনের, হরিয়ানায় ২৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭ জনের, কর্ণাটকে ৫৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৪ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৩৮৪ জন, মহারাষ্ট্রে ২,৮৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৮ জনের, পঞ্জাবে ৪৮ জন, রাজস্থানে ২১৮ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৩২ জন, তেলেঙ্গানায় ১১৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ১১ জন, উত্তর প্রদেশে ২৫৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৬৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।